পরী
ধ্রুব এষ

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

জল ঘাসের ঘটনা
পাতা ওড়ার দৃশ্য
মায়াবিনী

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

তিশানের দ্বিতীয় জগৎ

শিশুতোষ গ্রন্থ

পুপু ও ফড়িং সাহেব
ঘুড্ডি, বাচ্চা, ভাল্লুক এইসব

পরী

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

ধ্রুব এষ

সময় প্রকাশন

পরী
ধ্রুব এষ
স্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৭

সময় ৫৭৪

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার, ঢাকা

মুল্য : ৭৫.০০ টাকা মাত্র

চঙজও ধ হড়াবষ নু উযৎঁনড় ঊংয. ঋরৎংঃ চঁনষরংযবফ ইড়ড়শ ঋধরৎ ২০০৭ নু ঋধৎরফ অযসবফ, ঝড়সড়ু চৎধশধংযধহ, ৩৮/২শধ ইধহমষধনধুধৎ, উযধশধ.

ডবন : িিি.ংড়সড়ু.পড়স   ঊ-সধরষ : ভ.ধযসবফ@ংড়সড়ু.পড়স

চৎরপব : ঞশ. ৭৫.০০ ঙহষু

ওঝইঘ ৯৮৪-৪৫৮-৫৭৪-০   ঈড়ফব : ৫৭৪

উ ৎ স র্গ

জামাল রেজা

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

১.

'বাস্তবতার চরিত্র ভালো না।'

একটা বইয়ের নাম হতে পারে?

কবিতার বইয়ের?

কেন পারবে না?

বাস্তবতা-

বাস্তবতা একটা ডট ডট!

বাস্তবতা একটা ডট ডট ডট!

না হলে এই দুর্দশা তার?

সে কবি, মীর সাবিত, সে এখন বসে আছে পুলিশের গাড়িতে! বাস্তবতা!

একটু আগে পুলিশ তাকে ধরেছে।

ফ্লাইওভার সংলগ্ন রাস্তায়।

কট বাই রেড হ্যান্ডেড।

অল্প পরিমাণ তামাক ছিল তার পকেটে।

এগারো পুরিয়া।

পুলিশ সব বাজেয়াপ্ত করেছে।

সিভিল ড্রেসের পুলিশ। রিকুইজিশন করা মাইক্রোবাসে করে টহল দিচ্ছিল ফ্লাইওভার এলাকায়। আর কেউ ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে একমাত্র কবি! মীর সাবিত!

নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!

সে রিকশা না পেয়ে হাঁটছিল।

পুলিশের সন্দেহ করার কথা না।

কেন করল?

কেউ তাকে দেখিয়ে দিয়েছে?

বিচিত্র না।

আজকাল নানারকম ঘটনা ঘটছে। তামাক বিক্রি করে তামাকঅলাই ইনফর্ম করে দিচ্ছে পুলিশকে। টাকা ভাগ হয়।

পুলিশ যখন তাকে ধরল, আনমনা ছিল মীর সাবিত।

মেঘ আর আকাশের নীল রঙ দেখে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। এমন নীল আকাশ অনেক দিন হয় না। আর এমন শাদা মেঘদল। দেখে একজন কবি আনমনা হবে না? আনমনা হওয়া দায়িত্ব না তার? যে হবে না, কবি না সে। মীর সাবিত কবি। পুলিশের মাইক্রোবাস আনমনা তার গতি রোধ করে দাঁড়াল। সে দাঁড়াল রিফ্লেক্স অ্যাকশনে। আনমনা ভাব কেটে যেতে দেখল, মাইক্রোবাসের সামনের এবং পেছনের দরজা খুলেছে। সামনের সিট থেকে একজন এবং পেছন থেকে দু'জন ভূমিষ্ট হলেন। সিভিল ড্রেস পরা পুলিশ। সামনের জনের হাতে ওয়াকিটকি। ইনি গোঁফঅলা, মোটাসোটা লোক। অন্য দু'জনের একজন গোফদাঁড়িঅলা, অন্যজনের গোঁফদাড়ি নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পবয়স্ক। ইনি বললেন, 'এই যে ভাই।'

সাবিত তাকাল।

'আপনে কে?'

সাবিত বলল, 'জি?'

ওয়াকিটকিঅলা লিড নিলেন, 'আপনে কোথায় যাইতেছেন এইদিকে?'

সাবিত বলল 'জি?'

"গাইনজা-ডাইল কিছু আছে পকেটে?'

'জি?'

'পকেটে কিছু থাকলে বাইর কইরা দেন। নাকি চেক করা লাগব?'

সব বের করে দিল সাবিত।

সবক'টা পুরিয়া! দ্বিতীয় গোঁফদাড়িঅলা হস্তগত করলেন। ওয়াকিটকিঅলা বললেন, 'গাড়িতে উঠেন।'

সাবিত বলল, 'জি?'

'গাড়িতে উঠেন।'

'সার আমি একজন কবি।'

'কী?'

'আমি সার একজন কবি। কবিতা লিখি। ছাপা হয় পত্রিকায়।'

'কবিতা লেখেন? আপনের নাম কী?'

'আমার নাম সার? মীর সাবিত।'

'মীর সাবিত? গাড়িতে উঠেন।'

'আপনি সার 'বাংলা পত্রিকা' পড়েন? 'বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য পাতায় নিয়মিত আমার কবিতা ছাপা হয়। বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক জুনায়েদ ভাই সবিশেষ স্নেহ করেন আমাকে। জুনায়েদ কবীর। আমার কাছে তার ফোন নাম্বার আছে! মোবাইলের নাম্বার। আপনি সার জুনায়েদ ভাইকে–"

"সাবিত সাহেব, গাড়িতে উঠেন।'

অগত্যা সাবিত গাড়িতে উঠল।

একটা কতক্ষণ আগের ঘটনা?

বিশ-বাইশ মিনিটের কম না। সেই থেকে চলিশ কিলোমিটার গতিতে অবিরাম চক্কর খাচ্ছে পুলিশের মাইক্রোবাস। এই রাস্তা, ওই রাস্তা, এই গলি ওই গলিতে। চক্কর খেতে খেতে সাবিত একবার ক্রাচ সমেত ল্যাংড়া বক্করকে দেখেছে। এর কাছ থেকে তামাক নিয়েছিল সে। এই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে?– না মনে হয়।
ল্যাংড়া বক্কর শিক্ষিত তামাক বিক্রেতা। বি এ ফেইল করে আছে এই লাইনে। সে খাতির করে সাবিতকে এবং এটা কবি হিসেবে খাতির। ল্যাংড়া বক্কর 'বাংলা পত্রিকা' পড়ে। সাহিত্যপাতা পড়ে মনোযোগ দিয়ে। সাবিতের কবিতা ছাপা হলে পড়ে। আর সাবিতের সঙ্গে দেখা হলে বলে, 'কবি একটা ফাইন কবিতা লিখছেন!'– সে সাবিতকে ধরিয়ে দেবে না।
তবে?
অ্যাকসিডেন্ট?
দৈব-দুর্বিপাক?
যা হোক তা হোক বাস্তবতা হলো সাবিত এখন পুলিশের গাড়িতে!

বাস্তবতা! উত্তম!
বাস্তবতা! ডটকম!
বাস্তবতা! ডট ডট কম!
গাড়ি থেকে সাবিত যখন দেখেছে, প্রকাশ্যে তামাক বিক্রি করছে ল্যাংড়া! সার কি দেখেননি? দেখবেন না কেন? কিন্তু আর কাউকেই ধরা হয়নি। এর মধ্যে অল্পবয়স্ক পুলিশ ভাইয়ের সঙ্গে সাবিতের কিছু কথাবার্তা হয়েছে। পুলিশ ভাইসাহেব প্রথমেই নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন, 'আমি মফিজ।' সাবিত বলেছে, 'জি ভাই!'
তার পরের কথাবার্তার সারসংক্ষেপ হলো, সাবিতের পকেটে এখন সর্বসাকুল্যে কত টাকা আছে? সে কত টাকা দিতে পারবে? কিংবা সে যদি ফোন করে কাউকে, তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন, কেউ আসবে?
সাবিত বলেছে, তার পকেটে এখন উনচলিশ টাকা আট আনা আছে! সে এই টাকা দিতে পারবে। আর বাবা-মা মরে গেছেন এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে তার কেউ নেই ঢাকায়। বন্ধুরা আছে। কিন্তু তারা কেউ টাকাঅলা না!
শুনে মফিজ নামধারী পুলিশ ভাই যারপরনাই হতাশ হয়েছেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন এবং দুঃখিত গলায় বলেছেন, 'তালি আর কিছু করা গেল না।'
সাবিত বলল, 'বিশ্বাস করেন ভাই, আমার কাছে আর টাকা-পয়সা নেই।'
'তালি আর কী করা যাবে?' মফিজ ভাই আবার হতাশাসূচক আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
'আপনারা কী করবেন?' সাবিত বলল।
মফিজ ভাই উদাস গলায় বললেন, 'আমরা আর কী করব?'
এরপর আর কথাবার্তা হয়নি।
কখন এর মধ্যে সন্ধ্যা নেমেছে। শীতকালের সন্ধ্যা। অল্প অল্প শীতও হয়তো পড়েছে।

পুলিশের গাড়িতে বসে থেকে কী আর শীতার্ত ফিল করা সম্ভব?
মাইক্রোবাস একটা গলিতে ঢুকল। আধা অন্ধকার একটা গলিতে।
মফিজ ভাই বললেন, 'কী ঠিক করলেন?'
সাবিত বলল, 'জি?'
'আপনের কি কুনো গালফেন নাই?'
'জি?'
'থাকলি পর তারে ফোন করতি পারত্যান।'
'ফোন নাই আমার গার্লফ্রেন্ডের।' সাবিত বলল।
আবার হতাশ হলেন মফিজ ভাই। আবার দুঃখিত গলায় বললেন, 'তালি আর কিছু করা গেল না।'
এই সময় মাইক্রোবাস থামল। সামনের সিট থেকে সার নামলেন। রাস্তার ধারে চা-সিগারেটের দোকান। দোকানদার ছেলেটার সঙ্গে সার দু'একটা কথা বললেন। বলে দোকান পার হয়ে একটা উপ-গলিতে ঢুকে পড়লেন। 'মাগরিবের আজান পড়েছে।' মফিজ ভাই বললেন, 'সার নামাজ কাজা করেন না।'
সাবিত বলল, 'আপনি? নামাজ পড়েন না?'
মফিজ ভাই নিরুত্তর থাকলেন।
সাবিত অন্য পুলিশ ভাইকে দেখল। দাড়িগোঁফঅলা পুলিশ ভাই, মনোযোগ দিয়ে গলির অন্ধকার দেখছেন।
সাবিত বলল, 'মফিজ ভাই?'
'জি, বলেন।'
'একটা সিগারেট টানা যাবে? না?'
'সবর ভাই' মফিজ ভাই বললেন, 'সিকারেট-বিড়ি টানব্যান?'
দাড়িগোঁফঅলা হলেন সবর ভাই, সংক্ষেপে বললেন, 'গোললিফ্। দাদা?'
দাদা হলেন মাইক্রোবাসের ড্রাইভার। বললেন, 'লন। লাইট বেনশন।'
মফিজ ভাই বললেন, 'আপনে?'
সাবিত বলল, 'স্টার ফিল্টার।'
'সিদ্ধি কি সিকারেটে বানান?'
'সানমুন।'
রাস্তার চা-সিগারেটের দোকানে সিগারেটের অর্ডার দিলেন মফিজ ভাই। সাবিত বলল, 'মফিজ ভাই চা খাবেন?'
চা খাবেন। মফিজ ভাই, সবর ভাই এবং দাদাও।
অর্ডার দেয়া হলো চায়েরও।
চা এল, সিগারেট এল।
মফিজ ভাই পকেট থেকে লাইটার বের করে সাবিতের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। মফিজ

ভাইয়ের সৌজন্যবোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সাবিত। পুলিশের অশিষ্ট আচরণ নিয়ে অনেক কথা লেখা হয় পত্র-পত্রিকায়। মফিজ ভাই এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চায়ে চুমুক দিয়ে আরও মুগ্ধ হলো সাবিত। ফার্স্ট ক্লাস চা বানিয়েছে।

চায়ের দোকানের ছেলেটাকে একটা গোল্ড মেডেল দিয়ে দিল সাবিত। মনে মনে। এই রকম একটা মুহূর্তে একটা কবিতার লাইন এল তার মাথায়– বাস্তবতা এখন পুলিশের গাড়ি...। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো লাইন এল

...

বাস্তবতা এখন গলির অন্ধকার,

বাস্তবতার চরিত্র ভালো না...

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল।

সাবিত স্পষ্ট শুনল কেউ তাকে ডাকল।

'সা-বিত!'

মিষ্টি রিনরিনে কিশোরীর গলা।

চমকালো সাবিত। তারপর ভাবল এই তাহলে অবস্থা! পুলিশের গাড়িতে উঠে বসে তার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। না হলে... কিন্তু আবার মেয়েটা ডাকল, 'অ্যাই সাবিত! সা-বিত!'

'কে?'

সাবিত বোকার মতো মফিজ ভাইকে দেখল। সবর ভাইকে দেখল। দাদাকেও আবছা দেখল গাড়ির মিররে। তারা চা এবং ধূমপানে মগ্ন। গাড়িভর্তি হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। মফিজ ভাই উদ্যোগী হয়ে জানালার কাচ নামিয়ে দিলেন।– সিগারেটের ধোঁয়া বের হয়ে গেল। এবং আবার। সাবিত শুনল।

'সা-বিত!'

সাবিতের একটা খুবই অদ্ভুত অনুভূতি হলো। তার মনে হলো একটা মেয়ে, বসে আছে তার মাথার ভেতরে। মাথার ভেতর থেকে কথা বলছে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? সাবিত বলল, 'কে?' ফিসফিস করে বলল। মেয়েটা বলল, 'আমি গাধা, আমি নৈঋতা।'

'নৈঋতা? তুই কোথায়?'

'আস্তে কথা বল।'

মফিজ ভাই বললেন, 'কিছু বলেন?'

'জি না মফিজ ভাই, জি না জি না। আপনি চা খান।'

'আমার কথা শোন মনোযোগ দিয়ে।' নৈঋতা বলল, 'তোকে কথা বলতে হবে না। কথা চিন্তা করলেই হবে।'

কথা চিন্তা করলেই হবে? সাবিত চিন্তা করল, আমি তাহলে এখন কী চিন্তা করব? নৈঋতা কোথায়?

নৈঋতা বলল, 'আমি তোর মাথায়।'

‘কী?’
‘আমি তোর মাথায়।’
‘আমার মাথায়? কিভাবে? কী করে সম্ভব?’
‘সম্ভব বাবা। আমি এখন তোর মাথায়।’ বাস্তবতা।
আবার বাস্তবতা!
বাস্তবতা!
বাস্তবতার খ্যাতা পুড়ে সাবিত!
নৈঋতা বলল, ‘তুই তো দেখি কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছিস? পুলিশ এখন তোকে থানায় নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই কম্বল ধোলাই দেবে!’
কথা শেষ করে নৈঋতা হাসল।
এইসব কী কোনও হাসির কথা হলো?
রাগে শরীর জ্বলে গেল সাবিতের।
‘রাগ করবি না।’ নৈঋতা বলল, ‘আমি তোর রাগ কমিয়ে দিচ্ছি।’
‘আমার রাগ কমিয়ে দিতে হবে না!’
‘আহারে! ছোট মানুষ।’ নৈঋতা আবার হাসল, ‘কোর্টে না চালান করে দেয় তোকে।... মাদক নিয়ন্ত্রণ রিসেন্টলি যেরকম আইন কঠিন করেছে! বিশ-তিরিশ বছর পর্যন্ত জেল হয়ে যায়। কয়দিন আগে ফাঁসি হলো না একজনের? হেরোইন পাচারের দায়ে?’
‘তুই চুপ কর।’
‘আচ্ছা শোন, কাজের কথা শোন’ নৈঋতা বলল, ‘পুলিশের এস আই সাহেব নামাজ সেরে ফিরলে তুই তার সঙ্গে কথা বলবি।’
‘কী কথা বলব?’
‘বলবি তুই একটা ফোন করবি।’
‘ফোন করব? কাকে ফোন করব?’
‘তুই ফোন করবি অরুণিমাকে।’
‘করুণিমা কে?’
‘করুনিমা না অরুণিমা। আমার বন্ধু। তুই এস আই সাহেবকে বলবি, তুই কথা বলবি অর ুণিমার সঙ্গে। অরুণিমা বলবি। ঠিক আছে।’
‘অরুণিমা। অরুণিমা ফোন ধরলে কী বলব?’
‘বলবি তুই সাবিত। তোকে পুলিশ ভাইয়ারা ধরেছেন।’
‘আর কিছু বলতে হবে না?’
‘না। অরুণিমার ফোন নাম্বার হলো জিরো ওয়ান থ্রি সিক্স–’
‘ফোন নাম্বার আমার মনে থাকবে না।’
‘মনে থাকবে।’
নৈঋতা অরুণিমার ফোন নাম্বার বলল।

www.MurchOna.com

চা শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। মফিজ ভাই বললেন, 'দামটা যে দিতি হয়–'
'কত হয়েছে?' সাবিত বলল।
'অ্যাই কত হইছে রে আমাগোর?' ড্রাইভার দাদা জিজ্ঞাসা করলেন। দোকানের ছেলেটা বলল, 'একুশ ট্যাকা আটআনা।'
'পান দে একটা।'
পান দিল।
একুনে বাইশ টাকা আট আনা হলো।
সাবিত দিল। এখন তার পকেটে মাত্র সতেরো টাকা থাকল। এই সময় 'সার' ফিরলেন। পুলিশের এস আই। গাড়িতে উঠার আগে একবার সাবিতকে দেখলেন, 'সাবিত সাহেব আছেন?'
'জি সার।'
এস আই সাহেব তার সিটে উঠে বসেই অর্ডার দিলেন ড্রাইভার দাদাকে, 'থানার দিকে যা।'
অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল সাবিতের!
গাড়ি চলল।
থানায় যাবে গাড়ি?
থানায় গিয়ে কী?
হাজতে রাখা হবে সাবিতকে?
তার মানে পকেটমার ছিনতাইকারী আর মাতালদের সঙ্গে তাকে কাটাতে হবে আজকের রাতটা। ভয়াবহ ব্যাপার!
ভয় পেয়ে গেল সাবিত। বলল, 'সার! আমি কি একটা ফোন করতে পারব?'
'থানায় গিয়া ফোন করবেন।' সার বললেন।
'আমি সার অরুণিমাকে ফোন করব।'
'কী? কে? কারে ফোন করবেন?'
'অরুণিমা সার। আমার বন্ধু।'
'আপনার বন্ধু কী করবে?'
'আমি সার একটু কথা বলে দেখি।'
'নাম্বার বলেন।'
সাবিত এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বলল, 'জিরো ওয়ান থ্রি সিক্স...'
'আবার বলেন।'
সাবিত আবার বলল।
সার কী ডায়াল করবেন অরুণিমার নাম্বারে? না মনে হয়। মাথা ঘুরিয়ে সাবিতকে দেখলেন। বললেন, 'সাবিত সাহেব!'
'জি সার!' সাবিত বলল।

'গাড়ি রাখ ভব।' সার বললেন, 'এইখানে রাখ।'
ভবদাদা গাড়ি রাখলেন।
ভবদাদা কী পুলিশের লোক? না গাড়ির অরিজিনাল ড্রাইভার? তার মুখ এখনও ভালো করে দেখেনি সাবিত। দেখলে একটা আন্দাজ করে নিতে পারত। ফেইস কাটিং দেখে। যেমন পুলিশ। তারা সিভিল ড্রেসে থাকলেও বোঝা যায়, তারা পুলিশ। ফেইস কাটিং দেখে বোঝা যায়। ভবদাদার ফেইস কাটিং...
'সাবিত সাহেব।' সার বললেন, 'আপনি একটু নামেন। দরজাটা খুইলা দে মফিজ।'
নামার ব্যবস্থা হলো সাবিতের।
মফিজ ভাই মাইক্রোবাসের পেছনের দরজা খুলে দিলেন।
সামনের সিট থেকে সারও নামলেন।
মফিজ ভাই বললেন, 'সার।'
'তোরা থাক। সাবিত সাহেব আপনে আসেন।'
সাবিত অনুসরণ করল সারকে। আর চিন্তা করল কী বিষয়?
সার দেখা যাচ্ছে খুবই গলিমুখী লোক। সাবিতকে নিয়ে একটি গলিতে ঢুকলেন। তবে এই গলি অন্ধকার না। দুই তিনটা দোকান গলিতে। সাবিত একটা পিপুল গাছ দেখল। পিপুলই তো? নাকি অশ্বত্থ? নাকি বট? পিপুলই হবে। হাইকোর্টের রাস্তার ধারে এরকম সাত-আটটা পিপুল গাছ আছে।
সার পিপুল গাছের নিচে দাঁড়ালেন।
সাবিত দাঁড়াল।
এখান থেকে রিকুইজিশন করা মাইক্রোবাস আর দেখা যাচ্ছে না। লোকজন অল্প গলিতে। শীত বলে?
সাবিত একটাও রিকশা দেখল না। কেন? এই গলিতে রিকশা নিষিদ্ধ?
একটা গাড়ি গলিতে ঢুকল। টয়োটা করোলা। গাড়ির হেড লাইটের আলো এদিকে পড়ল। আলোকিত সার, আলোকিত সাবিত। খুবই বিরক্ত দেখাল সাবকে।
সারের এক হাতে ওয়াকিটকি, এক হাতে মোবাইল।
দস্যু হরতন?
দস্যু হরতন সিরিজের বইয়ে এরকম বর্ণনা থাকত– লাফ দিয়ে পড়ল দস্যু হরতন। তার এক হাতে একটা ডিনামাইট, দুইহাতে দুইটি পিস্তল...। দস্যু হরতন এখন থাকলে, তার আরও একটা হাত দিতে হতো। সেই হাতে থাকত একটি 'মোবাইল ফোন'।
চলে গেছে টয়োটা করোলা।
সার আবার কবি সাবিতকে দেখলেন। সাবিত সারকে।
সার বললেন, 'সাবিত সাহেব!'
'জি সার?' সাবিত বলল, 'আমার কাছে সার আর সতেরো টাকা আছে।'
'আগে না উনচলিশ টাকা বললেন?'

‘উনচলিশ টাকা আট আনা সার। আপনি যখন নামাজ পড়তে গেলেন, বাইশ টাকা আটআনা খরচ হয়ে গেছে।’
‘ও। সাবিত সাহেব নাম্বারটা কার?’
‘ফোন নাম্বার সার? অরুণিমার।’
‘অরুণিমা কে?’
‘অরুণিমা সার আমার বন্ধু।’
‘গার্লফ্রেন্ড?’
‘মেয়ে অর্থে সার গার্লফ্রেন্ড বলা যায়।’
‘আমি কথা বলতে পারি তার সঙ্গে?’
সাবিত নার্ভাস ফিল করল। বলল ‘আপনি? কথা বলবেন?’
‘হ্যাঁ বলব। আমি কথা বললেই ভালো না?’– এই কথা বলে সার কী হাসলেন? অস্পষ্ট থাকল। সার ফিসফিস করে বললেন, ‘সাবিত সাহেব কী মনে হয়? মেয়েটা হেল্প করব আপনারে?’
‘আমি সার একটু কথা বলে দেখি?’
‘নেন বলেন।’
সার মোবাইল ফোন হস্তান্তর করলেন।
সাবিত ডায়াল করলেন। ‘জিরো ওয়ান থ্রি সিক্স....’
মনোরম সবুজ আলো মোবাইলের। সাবিত লাস্ট ডিজিট ডায়াল করতেই ডিসপেতে ইংলিশে অরু লেখা ফুটল। এ আর ইউ। সাবিত মোবাইল বিশেষজ্ঞ না। সে অত কিছু ধরতে পারল না। সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলেও পারত না। এখন আবার আছে টেনশনে। অরুণিমা কে? নৈঋতার বন্ধু! নৈঋতা কি অরুণিমাকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে রেখেছে?
রিং হচ্ছে।
রিং হচ্ছে।
ধরল একজন। বলল ‘হ্যালো?’
অরুণিমা?
সাবিত বলল, ‘হ্যালো আমি সাবিত।’
অরুণিমাই। বলল, ‘আমি অরুণিমা।’
সাবিত বলল, ‘আমি এখন–’
অরুণিমা হাসল, ‘পুলিশের গাড়িতে?’
‘না, একটা পিপুল গাছের নিচে।’
‘এ মা! কেন? ছাড়া পেয়ে গেছেন?’ হাসছেই মেয়েটা। নৈঋতার বন্ধু!
ছিটগ্রস্ত না তো? না হলে এটা এমন কী হাসির কথা হলো? কষ্ট-মষ্ট করে সাবিতও হাসল। বলল, ‘না ছাড়া পাইনি। আমার সঙ্গে সার আছেন।’
‘সার? কে?’ হাসছেই। হাসছেই মেয়েটা!

www.MurchOna.com

হারামজাদী! আমি কী শালী হারুন কিসিঞ্জার? কৌতুক শোনাচ্ছি?
'সার আছেন!' হারামজাদী হাসতে হাসতেই বলল, 'আচ্ছা আপনার সারকে ফোন দেন। আমি একটু কথা বলে দেখি।'
এই ছিটিয়াল কী কথা বলবে?
তবুও সারকে ফোন দিল সাবিত।
সার ফোন ধরলেন এবং বললেন, 'হ্যালো... কি... হ্যাঁ... হ্যাঁ... হ্যাঁ... আরে বাবা আমি ডিউটিতে। টহল দিতেছি।... হ্যাঁ কট বাই রেড হ্যান্ডেড... কবিতা লেখে?... হ্যাঁ... কবি আইচ্ছা... ওকে... আইচ্ছারে বাবা বললাম তো আইচ্ছা... হু, রাখি... তুই আর কথা বলবি?... আইচ্ছা রাখি। ওকে... বাই।... বাই! বাই!'
এত কথা শুনেও সাবিত স্পষ্ট করে কিছু ধরতে পারল না। এমন আতকা ধরা পড়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি মনে হয় ফ্রিজ হয়ে গেছে। না হলে কিছু বোঝার কথা না?
সার বললেন, 'কবি সাহেব?'
সাবিত সাহেব না, কবি সাহেব। অরুণিমা মেয়েটা এই প্রমোশনের ব্যবস্থা করেছে? সাবিত বলল, 'সার।'
'আপনে চইলা যান।'
'জি সার?'
'আপনি চইলা যান। ও না, শোনেন। অরুণিমা তো আপনার বন্ধু। অরুণিমা কি গাইনজা টাইনজা খায়?
খায়? না?
সাবিত বলল, 'না সার। অরুণিমা এইসবের ধারেকাছে নাই।'
'আপনিও থাইকেন না। আইচ্ছা যান।'
ঘটনা বিশ্বাস হচ্ছে না সাবিতের। কী করে হবে? এরকম ঘটে কখনও? পুলিশ তাকে ধরে ছেড়ে দিয়েছে, টাকা নেয়নি কিছু নেয়নি, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে? নাকি আরেকটা ক্রসফায়ার সংঘটিত হতে যাচ্ছে? সাবিত হাঁটতে শুরু করবে এবং তাকে গুলি করা হবে? বক্স নিউজ হবে পত্রিকায়– ক্রসফায়ার সন্ত্রাসী কুত্তা সাবিত নিহত? না কী?– না গেছে মাথাটাই। র‍্যাব ধরলে না ক্রসফায়ার। সে এইসব কী ভাবছে? সারের সঙ্গে কী পিস্তল রিভলবার আছে? শোল্ডার হোলস্টারে রেখেছেন? মাসুদ রানার মতো?
আবার এইসব...?
এই পর্যায়ে একটা নাটক করলেন সার। কিংবা সাবিতের অবস্থা দেখে তার মায়া হয়ে থাকবে। খাকি ট্রাউজারসের পকেট থেকে দুটো একশ' টাকার নোট বের করে বললেন, 'রাখো এইটা।'
'জি না সার! জি না! জি না!' কুণ্ঠিত হলো সাবিত।
'রাখো তো আরে!' সার বললেন, 'তুমি কি রিকশায় যাবা না? রিকশাভাড়া দেওয়া লাগব না?
'

বিমোহিত হয়ে গেল সাবিত। পুলিশ সার তাকে রিকশাভাড়া দিচ্ছেন!– এমন একটা ঘটনাও তাহলে ঘটছে?
বাস্তবতা!
বাংলা কবিতা ঋণী হয়ে থাকল হৃদয়বান একজন পুলিশ সারের কাছে।
এই পুলিশ সারকে নিয়ে অবশ্যই একটা কবিতা লেখা হতে হবে! অবশ্যই! অবশ্যই!
সাবিত একশ' টাকার নোট দুটো নিল।
'নেশাফেশা আর কইর না বুঝছো?' সার বললেন, 'এইসব ভালো না।'
বিদায়ী উপদেশ?
সাবিত বলল, 'জি সার! জি সার!'
'যাও এখন।... ও শোনো, আমার পরিচয় তুমি পাও নাই। আমি তোমার বন্ধু অরুণিমার বাবা।'

২.

কবিতীর্থ শাহবাগের আজিজ মার্কেটের তিনতলার সিঁড়িতে বসে আছে তারা। মহসিন রিজু হিরন্ময় সাবিত। তারা চুপচাপ এবং শোকে মুহ্যমান। সাবিত ঘটনা বলেছে এবং মহসিন রিজু হিরন্ময় শুনেছে। শুনে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। শোক অল্প কম মহসিনের। সে হুজুর প্রকৃতির কবি। আধ্যাত্মিক কবিতা লিখে এবং আধ্যাত্মিক বাণী-চিরন্তন দেয়। এছাড়া তার শোক কম হবেই। আধ্যাত্মিক কবিতা লিখলেও সে তামাকের 'আধ্যাত্ম' বোঝে না।
সাবিত ডিটেইল ঘটনা বলেনি। নৈঋতা অরুণিমার কথা বাদ দিয়ে বলেছে। বললে কে বিশ্বাস করত? মনে করত টিং হয়ে গেছে সাবিত। মাথার স্ক্রু খুলে পড়ে গেছে, টিং করে শব্দও হয়েছে, কিন্তু- কিন্তু- কিন্তু কী?
অরুণিমার ফোন নাম্বার না কত?
জিরো ওয়ান থ্রি... তার পর?
সেভেন না এইট? না ওয়ান? না ফাইভ?
সাবিত মনেই করতে পারল না।
–আশ্চর্য!
মনে করতে পারলে?
কী করত?
ফোন করত।
নৈঋতার 'উপকারী' বন্ধু। একটা ধন্যবাদ দিতে হবে না?
দিতে হবে।

কিন্তু মনে স্ট্রাইক করল সাবিতের। নৈঋতার বন্ধু! নৈঋতা তাহলে কোনোদিন অরুণিমার কথা বলেনি কেন?... হয়তো দূর সম্পর্কের বন্ধু। সাবিতের এরকম একটা বন্ধু ছিল কৃষেন্দু। কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস। কবি। সাবিতকে নিয়ে একটা ক্লেরিহিউ বানিয়েছিল।

যাবি যে
পাবি তো?
ভাবি তো
সাবিত ও?

আট মাসে নয় মাসে তাদের দেখা হতো এক আধবার। দেখা হলেই পরস্পর আপনের আপন। দুই-তিন বছর আগে আতকা নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কৃষ্ণেন্দু। শোনা যায় ইন্ডিয়ায় চলে গেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় থাকে। ইন্ডিয়ায় কখনও গেলে চব্বিশ পরগনায় যাবে সাবিত। কিন্তু এখন কী ব্যবস্থা?

মৌনী মেরে আছে রিজু, হিরন্ময় এবং মহসিন।

মহসিন আউট অব হিসাব। কিন্তু রিজু হিরন্ময়ের কাছে? নেই কিছু?

সাবিত বলল, ‘তোরা কেউ কাঁটাবনে যাসনি?’

রিজু বলল, ‘আমি যাইনি।’

হিরন্ময় বলল, ‘র‍্যাব! বাপরে!’

কাঁটাবনে র‍্যাব দেখেছে সাবিতও। আবার পত্রিকার নিউজও পড়েছে– মাদক বিক্রেতাদের সুবিধার্থে বিশেষ মাদক টোকেন চালু করা হয়েছে। ক্রেতাদের সুবিধার্থে কিছু হয়নি?

সাবিত বলল, ‘তোদের কাছে কী? কিছু নেই?’

‘ভিজা না শুকনা?’ হিরন্ময় বলল।– ভাব কি? ভিজা না শুকনা! কোনটা তোর কাছে আছে বল!

সাবিত বলল, ‘ভিজা।’

‘নেই ভাই।’

‘শুকনা?’

‘নেই ভাই। ভিজা-শুকনা কোনও দ্রব্যই আমি এখন আর পকেটে রাখি না।’

‘তা রাখবি কিসের জন্য?’ রেগে গেল সাবিত।

হিরন্ময় বলল, ‘হ্যাঁ রাখি, আর তোমার মতো ধরা পড়ি আর কী! আমি এইসবের মধ্যে আর নেই। পাই তো টানব, না হয় টানব না।’

‘শুয়োরের বাচ্চা!’ সাবিত বলল, ‘তোকে যদি কোনোদিন আর একটা টান দিতে দিয়েছি!’

‘না দিলি।’

‘দেব না। দেখিস।’

‘দেখব, এখন একটা সিগারেট দে।’

অরুণিমার বাবার টাকা দিয়ে এক প্যাকেট গোল্ডলিফ কিনেছে সাবিত।

রিকশাভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা গেছে। ম্যালা টাকা এখনও পকেটে। এই চিন্তা রাগ কমাল

সাবিতের। সে একটা সিগারেট দিল হিরন্ময়কে। হিরন্ময় সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তেরোটা পোঁটলা!'

প্রকৃত আফসোস!

সাবিত বলল, 'এগারোটা।'

'টাকা নিয়েছে, পোঁটলা দিয়ে দিলে পারত।' হিরন্ময় বলল।

সাবিত বলেছে, পুলিশকে কিছু টাকা দিতে হয়েছে তাকে। কত বলেনি। অরুণিমার বাবার কথাও বলেনি। বলতে গেলে অরুণিমা এবং নৈঋতার কথাও উঠত। কেউ 'টিং' প্রমাণ হতে চায়? কিন্তু অরুণিমার ফোন নাম্বার? জিরো ওয়ান থ্রি... তারপর?

থাক, নাম্বার পরে মনে পড়ে যদি, একটা ফোন করে কথা বলা যাবে। তাদের চারজনের মধ্যে তিনজনই ফকির। দরিদ্র কবি। অবস্থা ভালো একমাত্র রিজুর। সে একটা এনজিওর কর্মকর্তা-কবি। তার একটা মোবাইল ফোন আছে। দরকার মতো সেই ফোনটাই অবাধে ব্যবহার করে তারা।

রিজুর বাপও ম্যালা টাকাওলা লোক। পিসি আছে রিজুর। ইন্টারনেট কানেকশন আছে। রিজু কবিতা লিখে মোবাইলের ডিসপেতে। তার মোবাইলে বাংলায় লেখা যায়। সে কবিতা লিখে এবং এসএমএস করে তার বন্ধুনীদের পাঠায়। সাবরিনা মুমু প্রিয়তা শিমুল তন্দ্রা অতসী রায়ানা অর্পা... বন্ধুনীর সংখ্যা কত রিজুর?– অজ্ঞাত। বন্ধুনী না একমাত্র দ্যুতি। বন্ধুনী না দ্যুতি প্রেমিকা। রিজুর প্রেমিকা। এইক্ষেত্রে রিজু অত্যন্ত সিরিয়াস। প্রেমও কঠিন। বিবাহযোগ আছে– মহসিনের স্পিরিচুয়াল কমেন্ট। সাবিত একটা সিগারেট ধরাল।

রিজু একটা সিগারেট ধরাল।

'আমাকে দিলি না?' মহসিন বলল।

'ভুল হয়ে গেছে।' সাবিত বলল।

'ভুল সংশোধন কর।'

সাবিত ভুল সংশোধন করল।

এই সময় অন্ধকার হয়ে গেল মার্কেট।

বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে অন্ধকার।

কারেন্ট চলে গেছে গোটা তলাটের।

অন্ধকারে তাদের চারটা সিগারেট। ডাইনির চোখের মতো জ্বলে থাকল কিংবা লাল জোনাকির মতো জ্বলে থাকল। দেখে যার যেরকম মনে হয়। ডাইনির চোখ এবং জোনাকি ছাড়া অন্য কিছুও মনে হতে পারে। যেমন সাবিতের মনে হচ্ছে কী?

মনে হচ্ছে সিগারেটের আগুনই। যে যখন টান দিচ্ছে উজ্জ্বল হচ্ছে তার সিগারেটের আগুন, তার মুখ দেখা যাচ্ছে অল্প।

সাবিত বলল, 'হির।'

হিরন্ময় বলল, 'বল।'

সাবিত বলল, 'না তুই না। রিজু!'

রিজু বলল 'বল।'
'নৈঋতাকে একটা ফোন কর তো।'
'কেন নৈঋতাকে ঘটনা বলবি?' রিজু বলল, 'এই ভুলও করতে যাবি না! নৈঋতা যদি ইজিলি না নেয়?'
'নৈঋতার বাপ নেবে!' সাবিত বলল, 'তুই ফোন কর।'
'চিন্তা করে দেখ। যে রকম সেনসিটিভ মেয়ে। পুলিশ ধরেছে বলে ফাইনালি হয়তো তোকে বিয়েই করল না।'
'তুই ফোন কর।'
'ওকে দ্যান'– বলে রিজু ফোন করল। আধ সেকেন্ডের মাথায় তার ফোনের ডিসপেতে নট ইন ইউজ লেখা উঠল। দেখে একটু হতাশ হলো সাবিত। নট ইন ইউজ মানে? নৈঋতা ফোন বন্ধ করে রেখেছে? তাহলে কি করছে সে এখন? গান শিখছে? গানের মাস্টার আছে, তানপুরা আছে, সঙ্গীত সাধনা করে নৈঋতা। শনিবার, সোমবার এবং বুধবার এই তিন দিন। আজ এই তিন দিনের একদিন না। তবে? নৈঋতা ব্যস্ত? কী নিয়ে ব্যস্ত?
কাজ না থাকলে আর ভালো মুডে থাকলে, কোনও কোনোদিন বিকেলে-সন্ধ্যায় আজিজ মার্কেটে আসে নৈঋতা। বইয়ের দোকানে ঘুরে বই কিনে এবং অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিয়ে যায়। আজ সে আসবে?
কয়টা বাজে এখন?
সাতটা?
তাহলে সময় পার হয়ে যায়নি।
বোঝা যাচ্ছে শীত ভালোই পড়েছে।
আতকা ব্যস্ত হয়ে উঠল হিরন্ময়। উত্তেজিত গলায় বলল, 'নো টেনশন! আমি দেখছি। আশ্চর্য আমার মনেই ছিল না। রিজ! ফোন!'
রিজু বলল, 'কাকে ফোন করবি?'
'খায়রুল ভাইকে।' হিরন্ময় বলল, 'খায়রুল ভাই র‍্যাবের কমান্ডার।'
'র‍্যাবের কমান্ডার এক্ষেত্রে কী করবেন?'
'ফোন দে দেখাচ্ছি কী করবেন!'
সমস্যা হলো হিরন্ময় তিনটা কথা বললে পোনে তিনটা কথা হয় বানানো। স্পন্টিনিয়াস কথা বানানোর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা তার আছে। যখন বলে অনর্গল বলে যায়। বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলে যায়। আটকায় না একটুও।
রিজু ফোন দিল হিরন্ময়কে।
হিরন্ময় ডায়াল করল, তারপর কথা বলতে থাকল। "খায়রুল ভাই বলছেন?... স্নামালিকুম। খায়রুল ভাই আমি হিরন্ময়। কাজী হিরন্ময়... জি খায়রুল ভাই... চিনতে পেরেছেন?... জি... জি... খায়রুল ভাই একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের এক বন্ধুকে আর কি... সিভিল ড্রেসের পুলিশ ধরেছিল... জি... এগারো পুরিয়া তামাক ছিল তার কাছে... জি খায়রুল ভাই

সেও কবি... মীর সাবিত... আপনি তার কবিতা পড়েছেন?... জি আপনি একটা ফোন করে দেন... জি জি আমি রাখি।... জি আমরা আছি শাহবাগের আজিজ মার্কেটে। তিনতলার সিঁড়িতে। উঠলেই দেখবে।... জি খায়রুল ভাই থ্যাংক ইউ।... জি আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব একদিন...। যে কোনও একদিন... মিস করেন? হাঃ! হাঃ! হাঃ!... না না, অবশ্যই... অবশ্যই দেখা করব আমি।... জি রাখি। রাখি। বাই।"

ফোন রেখে হিরন্ময় সাবিতকে বলল, "বলে দিয়েছি! এক ঘন্টার মধ্যে তোর পোঁটলা আবার তোর পকেটে অবস্থান করবে!'

সাবিত বলল, 'কী করে?'

'আরে পুলিশ দিয়ে যাবে ব্যাটা! তোকে যারা ধরেছিল তারা! র‍্যাবের কমান্ডার ফোন করবে, তুই কী মনে করেছিস?'

'র‍্যাবের কমান্ডার গাঁজার পোঁটলা ফেরত দেয়ার জন্য সুপারিশ করবেন?'

'খায়রুল ভাই কবিদের পছন্দ করেন। নিয়মিত কবিতা পড়েন! বললেন না, তোর কবিতাও পড়েছেন!'

'বললেন?'

'তবে?'

রিজু বলল, 'খায়রুল ভাই বললি না, আমি তাকে একটা ফোন করে দেখি?'

'তুই কেন ফোন করবি? খায়রুল ভাই তোকে চিনবেন?'

'বলব, আমি হিরন্ময়ের বন্ধু।'

'আচ্ছা ফোন কর।'

রিজু ফোন করে বলল, 'হ্যালো? খায়রুল ভাই বলছেন... খায়রুল ভাই না? কে বলেছেন পিজ?... এটা খায়রুল ভাইয়ের ফোন না?... ও ভাই সরি! সরি! সরি!' রিজু ফোনের লাইন কেটে দিয়ে বলল, 'তুই কাকে ফোন করেছিলি?'

'কেন আকথা-কুকথা বলেছে?' হিরন্ময় হাসল। রিজু ঠাণ্ডা গলায় বলল,

'বলেছে।'

'কী বলেছে?' হিরন্ময় হাসিমুখে বলল, 'খুব খারাপ কথা বলে হিজড়ারা! এই হিজড়াটার নাম সরজুবাবা।'

'তুই না বললি খায়রুল না, কী?'

'খায়রুল কবীর। আমি ভাবলাম সোর্স যখন আছে, একটা চেষ্টা করে দেখি। পুলিশ গাঁজা রেখে কী করবে? পুড়িয়ে ফেলবে নয় টানবে।'

'এতক্ষণে টেনে ফেলেছে।' মহসিন বলল।

হিরন্ময় বলল, 'মোলা! তুই চুপ কর। তুই মারিজুয়ানা শব্দটা শুনেছিস। ইংলিশে বানান করে বলতে পারবি?'

'না, দুনিয়ার সমস্ত ইংলিশ শব্দ তো তুই পেটেন্ট নিয়ে বসে আছিস,' মহসিন বলল।

'তোরা থামবি।' রিজু বলল, 'তুই বললি খায়রুল কবীর। সরজু বাবা ফোন ধরল কেন

তাহলে?'
'কেন ধরল আমি কী করে বলব?' হিরন্ময় বলল 'কিন্তু তাতে কী হয়েছে? হিজড়ারা মানুষ না? এছাড়া এক ঘন্টার মধ্যেই দেখবি–'
হেসে ফেলল রিজু। এবং সাবিত এবং মহসিন।
সাবিত বলল, 'আবার?'
চুপ করে গেল হিরন্ময়। চুপ করে গেল সবাই।
যে যে মগ্ন হলো যারা যার চিন্তায়।
শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। একটু পরপর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তাদেরকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।
নৈঋতা কোথায়?
সাবিত একটা ক্ষীণ হলেও আশা নিয়ে আছে এতক্ষণ যাবত। আসবে নৈঋতা।
হঠাৎ রিজুর ফোন বাজল।
বিশ্রী রিং টোন।
অন্ধকারে আরও বিশ্রী শোনাল।
রিজু ফোন ধরছে না কেন?
রিং হচ্ছেই।
রিজু ধরছে না।
সাবিত বলল, 'অ্যাই, ফোন ধর।'
রিজু ধরল না।
কেন?
বেজে বেজে ফোন বন্ধ হয়ে গেল।
এশার আজান হলো মসজিদে।
তারা মৌন হয়ে থাকল এবং সিগারেট শেষ করল যার যার।
এশার আজান শেষ হলো।
তারা মৌন।
আবার রিজুর ফোন আতকা বাজল।
রিজুর হাতে ফোনের সবুজ আলো কাঁপছে।
এবারও ফোন ধরবে না রিজু?
সাবিত খুবই বিরক্ত হলো। বলল, 'ফোন ধরছিস না কেন তুই?'
রিজু খ্যাক করে উঠল, 'না ধরলে তোর সমস্যা আছে?'
'না ধরলে ফোন বন্ধ করে রাখ। বিশ্রী রিং টোন। বিরক্ত লাগছে।'
'তোর বিরক্ত লাগলে তো হবে না!' রিজু ফোন বন্ধ করল না। বিশ্রী রিং টোনটা হতেই থাকল।
'অসহ্য তো!' সাবিত বলল।

www.MurchOna.com

'তোর এত অসহ্য লাগছে কেন?' রিজু বলল, 'নৈঋতার ফোন আমি বন্ধ করে রেখেছি?'
কি কথার মধ্যে কি কথা? সাবিত বলল, 'তুই ফোনের রিং টোন বদলা!'
'চুপ কর!' রিজু না, নৈঋতা বলল।
নৈঋতা! সাবিতের মাথায়!
পুলিশের গাড়ির মতো ঘটনা!
রিজু বলল, 'পুলিশ কি তোকে চড়-থাপ্পড় মেরেছে?'
'না চড়-থাপ্পড় কেন মারবে?' সাবিত বলল।
'না, তোর যে অবস্থা দেখছি।'
'কী অবস্থা? কী দেখছিস?'
'না কিছু না।'
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন উঠল। রাজনীতি সংশিষ্ট লোকজন। বিশ্ববেহায়া, ইয়েসউদ্দিন, বিউটি আপা, এইসব শব্দ শুনল সাবিতরা। চারতলায় উঠে গেল রাজনীতির লোকরা।
আবার শোক ফিরল সাবিতের মধ্যে।
এগারোটা পুরিয়া আহারে!
থাকলে এতক্ষণে তারা উড়ত। রিজু এরকম খ্যাক খ্যাক করত না। হিরন্ময়ও এরকম চুপ করে থাকত না। এখন কী একটা পরিবেশ হয়েছে! অন্ধকার, চুপচাপ। আহারে! এগারোটার মধ্যে একটা পোঁটলাও যদি...
'পকেটে দেখ।' নৈঋতা বলল।
নৈঋতা আছে! কী দেখতে বলছে?
সাবিত পকেট হাত দিয়ে দেখল। এবং চমকাল। পকেটে কী? পুরিয়া না? অবিশ্বাস্য। একটা না, দুটো পুরিয়া! কী করে সম্ভব? সাবিত পুরিয়া বের করে দেখল। জলজ্যান্ত দুটো পুরিয়া। কোত্থেকে এল?
নৈঋতা বলল কোত্থেকে এল। সাবিত নাকি তখন পুলিশকে এগারোটা পুরিয়া দেয়নি। নয়টা দিয়েছে। দুটো থেকে গেছে তার পকেটেই। মফিজ ভাইও হিসাব করে নেননি। আর সাবিতও নার্ভাস ছিল বলে দ্বিতীয়বার পকেট দেখেনি।
'তুই কি আজিজ মার্কেটে আসবি?' সাবিত বলল।
'রাত কয়টা বাজে?' নৈঋতা বলল।
এল না নৈঋতা।
তবে ইলেকট্রিসিটি ফিরল এবং তাদের মধ্যে আনন্দ ফিরল। বাঁশি বানিয়ে টেনে তারা উড়ল। ভিজা শুকনা পকেট রাখে না, কিন্তু পকেটে বাঁশি রাখে হিরন্ময়। পোড়ামাটির বাঁশি। বাঁশি হলো কল্কি। বাঁশি বলেন বাউল সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারাও বলে।

৩.

ভালোবাসো যারে খুশি
মেরে দিও মুখের হাসি
মনে রাখিও
জনমে জনমে দেখা দিও হে
মনে রাখিও...

'উত্তরা'র গান।
'উত্তরা' ছবির।
এই গানটা এখন মনে পড়ল সাবিতের।
....মনে রাখিও!

শাহবাগ এলাকা থেকে উড়ে ফিরেছে। সাবিত এখন তার ঘরে। ফ্লোরে বসে আছে গুটিয়ে-সুটিয়ে। শীত বলে একটা চাদর সে পরেছে। সবুজ রঙের চাদর। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ। কঠিন শীত পড়বে মনে হচ্ছে এইবার। পড়ুক। শীত পছন্দ করে সাবিত। 'শীত' আছে তার অনেক কবিতায়। শীতের মতো চমৎকার ঋতু আর হয় না।

ভালো করে শীত পড়ে গেলে, এইবার তারা হয়তো পার্বত্য অঞ্চলে যাবে। রাঙ্গামাটি, বান দরবানের দিকে। পাহাড়ের শীত মাথায় নিয়ে ফিরবে। হিরন্ময়, মহসিন আর সাবিত। 'অফিসিয়াল' রিজু যেতে পারবে না।

... মনে রাখিও
জনমে জনমে দেখা দিও হে
মনে রাখিও....

গানরত সাবিত তার ঘরদোর দেখল। শীতার্ত ঘরদোর। অগোছালো। বেতের বুক র‍্যাক, একটা ক্যাম্প খাট আর একটা টুল- আসবাবপত্র বলতে এই। ঘরের দেয়াল অনেকদিন আগে রং করা হয়েছিল। রংচটা দেয়ালে একটা পোস্টার-সাদাকালো জিম মরিসনের ছবি। উদলা মরিসন। পোস্টারে বড় বড় অক্ষরে লেখা– জিম মরিসন–অ্যান আমেরিকান পোয়েট। মরিসনের চোখে চোখ রাখল সাবিত। গানটা শোনাল-মনে রাখিও...।

গান শুনে মরিসন হাসল?

সাবিত বলল, 'কী হে মরিসন?'

মরিসন বলল, কী বলল? বলল, 'তোমাদের শহরে শুঁড়িখানা নেই?'

'থাকবে না কেন?' সাবিত হাসল, 'তুমি যাবে? তোমার শীত করছে না মরিসন?'

'না আমি আর শীতার্ত হই না।'

'কেন, তোমার কী দুঃখ?'

'দুঃখ! দুঃখ!' মরিসন বলল, 'দুঃখ ব্যাকআউট হয়ে গেছে!'

'পাহাড় দেখতে যাবে? আমাদের সঙ্গে?'

'না আমি কোথাও যাব না।'

‘শুঁড়িখানায়?’
‘না, আমি কোথাও যাব না।’
‘কেন তুমি কোথাও যাবে না।’ সাবিত বলল, ‘কোথাও একটা না গেলে হয়?’
মরিসন ফিসফিস করে বলল, ‘ইন্ডিয়ান! ওহ ইন্ডিয়ান! অআট ডিড য়ু ডাই ফর? ইন্ডিয়ান সেইজ, নাথিন অ্যাট অল! নাথিন অল! নাথিন অ্যাট অল!’
খিলখিল করে কেউ হাসল।
নৈঋতা?
সাবিতের মাথায়!
নৈঋতা বলল, ‘অ্যাই!’
সাবিত বলল, ‘কী?’
‘তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।’
‘না, মাথা খারাপ কেন হবে?’
‘তাহলে তুই এসব কী করছিস?’ নৈঋতা আবার হাসল, ‘তবে’ বলল, ‘মরিসনের অ্যাকটিং ভালো হয়েছে। ইন্ডিয়ান! ওহ্ ইন্ডিয়ান! অআট ডিড য়ু ডাই ফর? হিঃ! হিঃ! হিঃ! .....’
‘এটা কোনও একটা হাসির কথা হলো? আমি তোকে ফোন করেছিলাম!’
‘কী? কখন?’
‘ছাড়া পেয়ে আজিজ মার্কেটে ফিরে।’
‘ও, আমার ফোন বন্ধ ছিল?’
‘ছিল না কুত্তা।’
‘অ্যাই দেখ! বাজে কথা বলবি না। যা বলেছিস উইথড্র কর এবং মাফ চা।’
‘ক্ষমা করুন মহারানী ডট ডট নৈঋতা।’
‘ডট ডট নৈঋতা মানে?’
‘ডট ডট নৈঋতা মানে ডট ডট নৈঋতা!’
‘বাজে কথা?’
‘বাজে কথা হতে যাবে কেন?’ সাবিত বলল, ‘তুই এখন কোথায়?’
‘তোর মাথায়।’ নৈঋতা বলল, ‘তুই কি এখন একটা কবিতা লিখবি? লিখতে বসবি?’
‘না মাথায় কবিতা আসছে না। আচ্ছা... নাহ্। শোন্।’
‘কী?’
‘এইসবের মানে কী?’
হাসছেই! হাসছেই! এত হাসছে কেন নৈঋতা? হাসতে হাসতে বলল, ‘কোন সবের?’
সাবিত খেপল, ‘হাসছিস কেন তুই? হাসছিস কেন?’...
তারপর যে কী বলতে যাচ্ছিল, ভুলে গেল সাবিত। বলল, ‘তোকে একটা কথা বলি শোন, আমি খুবই কঠিনভাবে তোর প্রেমে পড়ে আছি, তুই এখন চিন্তা করে দেখ, তুই কী আমার প্রেম পড়ে আছিস?’

www.MurchOna.com

নৈঋতা বলল, 'না।'
'না কেন?'
'তুই একটা ড্রাগ এডিক্ট।'
'গাঁজা ড্রাগ না ইয়োর হাইনেস।'
'ড্রাগ না হোক, ক্ষতিকর দ্রব্য। তুই এইসব না করলে আমি বিবেচনা করে দেখতাম।'
'কী?'
'তোর প্রেমে পড়ে থাকা যায় কি না?'
'আচ্ছা আমি আর গাঁজা খাব না।'
'সত্যি? লক্ষী ছেলে! উম্ ম্- লক্ষী ছেলে! উম্ ম্-ম্-ম্-ম্-উঁ।'
ফ্লোর থেকে সাবিত ক্যাম্প খাটে উঠল। ঘুম ধরে গেছে। ঘুমিয়ে পড়বে। নৈঋতা বলল,
'গান শুনবি?'
'উচ্চাঙ্গসঙ্গীত?'
'না শোন।'
'টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটিল স্টার
হাই আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর
আপ এভাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই
লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই
টুইঙ্কল টুইঙ্কল অল দ্য নাইট...'
ঘুমিয়ে পড়ল সাবিত।

৪.
স্বপ্নে ধু ধু প্রান্তর দেখিলে কী হয়?
ডানাঅলা মানুষ দেখিলে কী হয়?
আসমানে দুইটি চাঁদ দেখিলে কী হয়?
খাবনামা'য় আছে?
'ডিকশনারি অভ ড্রিমস' এ?
বই দুটো সংগ্রহে আছে সাবিতের। 'আদি ছোলায়মানী খাবনামা' কিনেছে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস সংলগ্ন ফুটপাথের বইয়ের দোকান থেকে। 'ডিকশনারি অভ ড্রিমস' চুরি করেছে। বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় একজন সাহিত্যিকের লাইব্রেরি থেকে। অনেক স্বপ্ন তিনি দেখে ফেলেছেন, আর স্বপ্ন দেখে কী করবেন? এই বিবেচনায় স্বপ্নের অভিধান কেন তার বইয়ের র‍্যাকে থাকবে?
সাহিত্যিকের সই আছে বইতে।
ব্যাপার না।

বইটা অদ্ভুত। এগারো হাজার আটটা স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্নের বর্ণনা আছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের লোকজন এইসব স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। নির্বাচিত স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন। বর্ণনা দিয়ে স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ধু ধু প্রান্তর দেখা স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা কী এর?

থাক ফ্রয়েড সাহেবের ব্যাখ্যা। এর থেকে আমাদের খাবনামা ভালো। এক কথায় উত্তর।

স্বপ্নে টর্চলাইট দেখিলে কী হয়?

শত্রুতা হইবে।

ফিরিশতা দেখিলে কী হয়?

সৌভাগ্য হইবে।

ঔষধ তৈরি করিতে দেখিলে কী হয়?

ব্যাধিগ্রস্ত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বপ্নের মধ্যেও এসব মনে আছে দেখে আশ্চর্য হলো সাবিত। কতক্ষণ ধরে সে এই স্বপ্নটা দেখছে?

তিন সেকেন্ড?

না, আরও অনেকক্ষণ হবে।

সে দেখছে, সে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিঃসীম সবুজ প্রান্তরে।

সবুজ প্রান্তরে ফিনিক ফুটেছে জোছনার।

সবুজ রঙের জোছনা!

কিন্তু স্বপ্ন না শাদাকালো হয়?

তাহলে জোছনার রঙ দেখছে কী করে সে?

দেখছে।

সবুজ জোছনায় উড়ছে ডানাঅলা লোকজন।

এরা কারা?

এই তাদের দেখা যাচ্ছে, এই তাদের দেখা যাচ্ছে না।

এরা কারা?

'ফিরিশতা' না, এরা মানুষ। ডানাঅলা মানুষ।

উড়তে উড়তে জোছনা হয়ে গেল তারা।

একজন ছাড়া।

সাবিত সেই একজনকে দেখল।

নৈঋতা!

ডানাঅলা নৈঋতা!

সবুজ নৈঋতা!

সবুজ রঙের জোছনা নৈঋতার দুই চোখের মণিতে পড়েছে। চোখের মণি সবুজ দেখাচ্ছে। শান্ত প্রাচীন দিঘির জলের মতো সবুজ। নৈঋতা বলল, 'অ্যাই সাবিত।'

সাবিত বলল, 'তুই দেখি পরী হয়ে গেছিস।'
'পরী হয়ে গেছি মানে কিরে গাধা?' নৈঋতা হাসল, 'আমি তো পরীই।'
'তুই পরী?'
'পরী না, বল?'
'তোর ডানা হলো কি করে?'
'বারে ডানা হবে কী করে? আমি পরী, আমার ডানা থাকবে না? শোন গাধা, তুই এই সবুজ জোছনা নিয়ে কবিতা লিখবি।'
'আচ্ছা লিখব।'
'সবুজ চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখবি।'
'আচ্ছা লিখব।'
'এই প্রান্তর নিয়ে কবিতা লিখবি।'
'আচ্ছা লিখব। তোকে নিয়ে কবিতা লিখব না?'
'না।'
'না কেন? আমি লিখব।'
'উঁহু।'
'হুঁ হুঁ।'
হেসে ফেলল নৈঋতা।
কী সবুজ, দ্যুতিময় হাসি!
এবং দি এন্ড।
স্বপ্নটা আর দেখল না সাবিত।
আর কোনও স্বপ্নই দেখল না। রাত কাটিয়ে সকাল কাটিয়ে দুপুর একটায় ঘুম থেকে উঠল। ঠিক একটায় না, পোনে একটায়। জোহরের আজান হয় পোনে একটায়। সাবিত ঘুম থেকে উঠল আর জোহরের আজান হলো। ঘুম থেকে উঠে তার প্রথম মনে পড়ল কী? মনে পড়ল স্বপ্নের সেই প্রান্তর, ডানাঅলা লোকজন, আর ডানাঅলা সবুজ নৈঋতা। মনে পড়ল নৈঋতার প্রত্যেকটা কথাও। আশ্চর্য! তার মনে হলো স্বপ্ন না বাস্তব। বাস্তবে ডানাঅলা নৈঋতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল!
ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিল সাবিত। আকাশের রঙ দেখল। পচা নাশপাতির মতো হয়ে আছে। মেঘ করে আছে আকাশে। বৃষ্টি হবে?– হলে কঠিন শীত পড়বে!
কিন্তু বৃষ্টি কী এখনই নামবে?
বলা মুশকিল। শীতকালের মেঘ, চরিত্র ভালো না। কখন বৃষ্টি না হয় না হয়! সাবিত আজকের মিশন ঠিক করল।
মিশন নৈঋতা।
যে করে হোক একবার কথা বলতেই হবে নৈঋতার সঙ্গে।
সে এইসব কী শুরু করেছে?

www.MurchOna.com

কিন্তু কথা বলা হলো না।
সাবিত অনেক চেষ্টা করেও নৈঋতাকে ধরতে পারল না। যতবার ফোন করল, দোকানে থেকে বা কারোর ফোন থেকে, ফোনের ডিসপেতে 'নট ইন ইউজ' লেখা উঠল। কী মুশকিল!
আঠারোতম বার 'নট ইন ইউজ' লেখা দেখে সাবিত চিন্তা করল, সে কি একটা দুঃসাহসী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে? বাসায় চলে যাবে নৈঋতাদের? কিন্তু এটা এক প্রকার অসম্ভব। দুটো কারণে। এক, কুকুরঅলা বাসায় সাবিত যায় না। অন প্রিন্সিপল। এমন ঘেউ ঘেউ করে কুত্তারা, চোর চোর লাগে নিজেকে।– নৈঋতাদের বাসায় একটা দুটো নয়, নানা প্রকারের এবং আকারের তেরো চোদ্দজন কুকুর আছেন। গেটে সাবধানবাণী এভাবে লেখা– 'বিঅ্যাওয়ার অফ ডগস।' ডগ না ডগস। দ্বিতীয় কারণ, নৈঋতার বিখ্যাত বাবা প্রাক্তন কমরেড, বর্তমানে ডানপন্থী পলিটিশিয়ান জনাব খবির উদ্দিন মাহমুদ। এই লোকটা পচা আপেল একটা! এর মেয়ে কিনা নৈঋতা! ভাবা যায় না!
প্রাক্তন কমরেডের সঙ্গে একদিন 'সংলাপ' হয়েছে সাবিতের। এটা একটা বিশেষ দিনের ঘটনা। সব ডিটেইল মনে আছে সাবিতের। এর আগের ঘটনা হলো, অনেক বছর ধরে তারা বন্ধু। নৈঋতা, হিরন্ময়, রিজু, দ্যুতি, মহসিন, সাবিত। দ্যুতি অবশ্য আগে রিজুর প্রেমিকা, তারপর তাদের দলের হয়েছে।.. বন্ধুত্বপূর্ণ তাদের দিনকাল যাচ্ছিল। কী হলো সাবিতের একদিন, মনে হলো সে গেছে! প্রেমে পড়ে গেছে নৈঋতার!
হেমন্তের দ্বিতীয় পূর্ণিমা দেখতে দূরের এক মফস্বল শহরে গিয়েছিল তারা। হিরন্ময়, মহসিন আর সাবিত। সেই শহরে জোছনা রাতে ইলেকট্রিসিটি অফ করে দেয়া হয়। তুমুল জোছনার মধ্যে তারা হাঁটছিল। জোছনার ফিনিক ফুটেছে বলে না, জোছনার ফিনিক ফুটেছিল সেই উপকথার শহরের মতো শহরে। জোছনায় হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে... ভালো হতো এখন নৈঋতা থাকলে, হঠাৎ সাবিত এই কথাটা ভাবল। আর তার বুকের রক্ত ছলকালো। কেন, এরকম কেন হলো? কী হতো নৈঋতা থাকলে? জোছনা আরও মায়াময় হয়ে ফুটত? খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি!
তারপর নৈঋতা নৈঋতা নৈঋতা!
সেই শহর থেকে ফিরেই নৈঋতাদের অভিজাত এলাকায় গিয়েছিল সাবিত। 'বিঅ্যাওয়ার অফ ডগস' লেখা দেখেও ফেরেনি। কিন্তু নৈঋতা বাসায় ছিল না। সাবিতের দেখা হয়েছিল জনাব খবির উদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে। কথাবার্তার ধরন কী প্রাক্তন কমরেডের!
'এই ছেলে, তুমি কার কাছে আসছো?'
'জি? নৈঋতার কাছে।'
'নৈঋতার কাছে? কা? তার কাছে তোমার কী দরকার?'
'জি নৈঋতা আমার বন্ধু।'
'তোমার বন্ধু? নৈঋতা, তোমার বন্ধু?'
'জি।'

‘বলো কি তুমি? করো কি তুমি?’
‘কবিতা লিখি।’
‘কী করো? কবিতা লিখো? এইসব কী ছেলেপানের সঙ্গে আজকাল মিশে নৈঋতা? বললা না তুমি কেন আসছো? সাহাইয্য দরকার?’
সাহায্য মানে? কিসের সাহায্য?
এমন অপমান সাবিত কোনোদিন হয়নি!
ছিঃ!
আজও নৈঋতা এই ঘটনা জানে না।
আর সাবিত, সেদিনের মতো উন্মাদ সেও আর হয়নি।
কিছু বলেনি নৈঋতাকে আর। কোনো কিছুই। সিরিয়াসলি বলা হয়ে ওঠে না।
এখন যা চলে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি। এর সঙ্গে হিরন্ময়, রিজুরাও যুক্ত।
সন্ধ্যার সময় নিয়মমাফিক সাবিত আজিজ মার্কেটে উপস্থিত হলো। তিনতলার সিঁড়িতে দেখল একা ঝিম মেরে আছে হিরন্ময়। মহসিন আর রিজু আসেনি? দ্যুতি? নৈঋতা?
নৈঋতাকে আশা করেছিল সাবিত?
ঝিম হিরন্ময় সাবিতকে দেখল।
সাবিত বলল, ‘আর কেউ আসেনি?’
হিরন্ময় বলল, ‘কেউ এলে আমি একা ডট ডট?’
‘কী হয়েছে?’ সাবিত হাসল। হেসে হিরন্ময়ের পাশে বসল। রাগ করে আছে হিরন্ময়। কার ওপর রাগ?
হিরন্ময় বলল, ‘তুই আমার সঙ্গে থাকবি?’
সাবিত আবার বলল, ‘কী হয়েছে?’
‘আমি এক শুয়োরের বাচ্চাকে পেটাব।’
‘কোন শুয়োরের বাচ্চাকে পেটাবি?’
‘কবিরুল আলম শুয়োরের বাচ্চাকে! শালা সাহিত্য সম্পাদক হয়েছে! এডিট করে আমার কবিতা ছেপেছে! চিন্তা কর তিন লাইন বাদ দিয়ে দিয়েছে!’
‘ঘোরতর অন্যায় করেছে। শুয়োরের বাচ্চাকে তুই কখন পেটাবি?’
‘যখন পাই তখন! আজ যদি পাই আজই!’
‘চড়-থাপ্পড় না রক্তারক্তি কাণ্ড?’
এই সময় রিজু উপস্থিত হলো। বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ‘নৈঋতা ফোন করেছিল তোকে।’ সাবিতকে বলল। সাবিত বলল, ‘কী? কখন?’
‘কতক্ষণ হবে, এক ঘন্টা আগে।’
এক ঘন্টা আগে? ফোন খোলা ছিল নৈঋতার?
সাবিত বলল, ‘একটা মিসকল দে তো।’
রিজু কল দিল এবং ‘নট ইন ইউজ’ লেখা দেখাল।

সাবিত বলল, 'তোকে কিছু বলেছে?'
রিজু বলল, 'তোর সঙ্গে খুব দরকার বলল।'
খুব দরকার?
কী দরকার?
দরকার হলে এখন তিনি ফোন বন্ধ করে রেখেছেন কেন?
এমন রাগ হলো সাবিতের। সে একটা তাৎক্ষণিক ক্লেরিহিউ বানাল নৈঋতারে নৈঋতা
এ কী রকম বৈরিতা?

৫.
রাতে বাসায় ফিরে সাবিত দেখল, কেউ একজন তার জন্য অপেক্ষা করছে।
ছেলে না, মেয়ে।
সে বসে আছে ছাদের সিঁড়িতে।
বুক ধক্ করে উঠল সাবিতের।
নৈঋতা?
সাবিতকে দেখে মেয়েটা দাঁড়াল।
নৈঋতা না!
কে দেখে সাবিত একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ল।
সুমাইয়া
এ কোত্থেকে? এতদিন পর?
একা এসেছে?
একা এসেছে।
সুমাইয়া বলল, 'কী সাবিত?'
সাবিত বলল, 'তুমি? কী খবর?'
'তুমি কেমন আছো দেখতে আসলাম।' সুমাইয়া হাসল, 'দরজা খুলবে না?'
সুমাইয়া কি পারফিউম দিয়েছে?
মিষ্টি একটা ঘ্রাণ বাতাসে উড়ছে।
সাবিত দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এবং ঘর আলোকিত করল।
এতদিনে সুমাইয়া বদলায়নি একটুও।
একটা সবুজ কার্ডিগান পরেছে।
তবে সুমাইয়াকে আবুল হাসানের কবিতার 'কনক' বলে মনে হলো না। 'এই শীতে তুমি তোমার সবুজ কার্ডিগানটা পরো কনক।'
সুমাইয়া, কনক না।
সাবিত দরজা বন্ধ করে দেখল সুমাইয়া ফ্লোরে বসে পড়েছে। সাবিতও বসল। বলল,

'তারপর?'
'খুব শীত পড়বে এইবার না?'
'হু।'
সুমাইয়া কার্ডিগানের পকেট থেকে একটা গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেট বের করল। নীল-শাদা প্যাকেট। লাইট গোল্ডলিফ। একটা ধরিয়ে বলল, 'তুমি সাবিত, তুমি বদলাওনি।'
'তুমিও বদলাওনি।' সাবিত বলল।
'আমি বদলাইনি?' সুমাইয়া হাসল, 'বদলাব কেন? কেউ বদলায়?'
সাবিত বলল, 'তুমি বিয়ে করেছো?'
রেগে গেল সুমাইয়া 'তুমিও শুনেছো? কে বলেছে? ইয়ামিন কুত্তাটা?'
ইয়ামিনই বলেছে সাবিতকে।
'ইয়ামিন কী করে তোমার বন্ধু হয়?' সুমাইয়া বলল, 'আমি বুঝি না।'
'কেন তুমি বিয়ে করোনি?'
'না, আমি বিয়ে করব কেন? আমি কখনো বিয়ে করব না।'
'কোনদিন না?'
'কোনদিন না।'
'আচ্ছা, দেখব।'
'দেখে নিও। অ্যাশট্রেটা কোথায়?'
অ্যাশট্রে একটা ব্যাঙ। পোড়ামাটির ব্যাঙ হা করে আছে। খাটের নিচ থেকে সাবিত বের করে দিল। আট-নয়টা টানও দেয়নি, সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল সুমাইয়া। বলল, 'গ্রাস আছে। তুমি টানবে?'
'না।'
'কেন, তুমি ছেড়ে দিয়েছ?'
'হ্যাঁ।'
'কবে থেকে।'
'একটু আগ থেকে।'
'কীহ! আমি তাহলে একটা টানি?'
'টানো। আচ্ছা র‍্যাব তোমাকে কখনো ধরে না?'
'নাহ! কেন?'
'কার্ডিগানের পকেটে' এই যে গাঁজা চরস নিয়ে ঘুরে বেড়াও?'
'তোমাকে ধরে? কখনো ধরেছে?'
সাবিত বলল, 'আমাকে কেন ধরবে? আমি গাঁজা মদ ক্যারি করি না।'
'ক্যারি করো না?'
'না।'
এই মেয়ে যাবে কখন?

www.MurchOna.com

রাত এখন কয়টা?
নয়টার কম না।
সুমাইয়ার জন্য অবশ্য রাত না।
সুমাইয়া বলল, 'একটা জানালা খুলে দাও।'
সাবিত বলল, 'না ঠাণ্ডা।'
'তুমি একটা সিগারেট ধরাও! নাকি সিগারেটও ছেড়ে দিয়েছ?'
সাবিত হাসল মনে হলো। কিন্তু হাসি স্পষ্ট হলো না। ফলে এটা না বোধক না হ্যাঁ-বোধক হাসি, অস্পষ্ট থাকল।
একটা স্টিক ধরাল সুমাইয়া।
ঘর ভরে গেল মাদকের ঘ্রাণে।
কথা উইথড্র করতে ইচ্ছা করল সাবিতের। কিন্তু এই মেয়েটা সুমাইয়া। ১০০ হাত দূরে থাকুন টাইপের ক্যারেক্টার। ছিট! ১০০% 'টিং'! না হলে এরকম?
একা চলে আসে সাবিতের বাসায়?
নিকট অতীতকালের ঘটনা এরকম–
সুসংদুর্গাপুর নিবাসী কবি রেজা মাহবুব পরিচিত সাবিতের। একসঙ্গে বাঁশি টানাও হয়েছে। সেই সূত্রে কিছুটা হৃদ্যতা। রেজা মাহবুব ঢাকায় এলে দেখা করে যায় সাবিতের সঙ্গে। রেজা মাহবুবের কাজিন সুমাইয়া। খালাতো বোন হয়। নাখালপাড়ায় থাকে। রেজা মাহবুবের সঙ্গে সে এসেছিল একদিন। রেজা মাহবুবের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয়েছিল সাবিতের। কবি ইন লাভ। উইথ হিজ কাজিন। যতক্ষণ তারা ছিল সাবিত দেখেছে, রেজা মাহবুব করুণ ও কাতর দৃষ্টিতে দেখছে তার 'প্রিয়তমা' কে।

সেদিন নাকফুল পরেছিল সুমাইয়া। নীল নাকফুল।
বর্ষাকাল এবং মেঘলা দিন ছিল।
তারা থাকতে বৃষ্টি নামল।
ঝুম বৃষ্টি।
সুমাইয়া বলল, 'আমি বৃষ্টিতে ভিজব।'
রেজা মাহবুব বলল, 'কী?'
'বৃষ্টিতে ভিজব? তুই ভিজবি? তোরা ভিজবি? এই যে আপনি?'
তারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল।
স্বতঃস্ফূর্ত সুমাইয়া এবং অনিচ্ছুক অথচ বাধ্য রেজা মাহবুব। সাবিত ভেজেনি।
বৃষ্টিভেজা উচ্ছল সুমাইয়া, নীল নাকফুল– বৃষ্টির পর সুমাইয়া বলল, 'অ্যাই তোমার একটা শার্ট দাও তো।'
বৃষ্টি ভিজে 'আপনি' 'তুমি' হয়ে গেছে।
সাবিতের শার্ট পরল সুমাইয়া, ট্রাউজারস পরল।

রেজা মাহবুব ভেজাই থাকল। চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল কাজিনের কাণ্ডকারখানায় সে অতিশয় বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কী করতে পারে সে? চলে গেল সুমাইয়াকে নিয়ে। যাওয়ার সময় সুমাইয়া বলল, 'তোমার শার্ট আর ট্রাউজারস দিয়ে যাব আমি। এরপর যেদিন বৃষ্টি হবে সেদিন। তুমি বৃষ্টিতে ভিজলে না কেন? তোমার কী টনসিল না সাইনাসের সমস্যা? এসব কথা বললে কিন্তু হবে না, আবার যেদিন আমি আসব তুমি আমার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবে।'

আবার বৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল।

সুমাইয়া সাবিত।

সুমাইয়ার সঙ্গে সাবিত।

রেজা মাহবুব সেদিন ছিল না।

বৃষ্টির রাত বলে আগেই সাবিত বাসায় ফিরে এসেছিল। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। হতে হতে আকাশ উজাড় করে নামল। আষাঢ়ের বরিষণ। ঝুম ঝুম! ঝুম ঝুম! ঝুম ঝুম! ঝুম ঝুম! ঘর অন্ধকার করে বসেছিল সাবিত। বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। এই সময় কেউ এল। দরজা ধাক্কানোর শব্দ সাবিতকে উঠাল। সাবিত দরজা খুলে দেখল সুমাইয়া! একা সুমাইয়া!

সুমাইয়া বলল, 'চল বৃষ্টিতে ভিজব।'

বৃষ্টি ভিজে তারা ঘরে ফিরে দেখল এগারোটা দশ বেজে গেছে। কিন্তু বৃষ্টি তখনও ধরেনি। ইলেকট্রিসিটি থাকা সত্ত্বেও মোম জ্বালিয়ে তারা গল্প করতে বসল। মোমের আলো, নীল নাকফুল– বৃষ্টি ভিজে ফেরা সুমাইয়াকে একটা স্নিগ্ধ বালিকা মনে হচ্ছিল।

বৃষ্টি থাকল রাত বারোটা দশেও।

এত রাতে যাবে কী করে সুমাইয়া?

নাখালপাড়া কম দূরে না!

সুমাইয়া থাকল।

এই প্রথম সাবিতের বাসায় কোনো একটা মেয়ে থাকল।

রাতভর বৃষ্টি হলো এবং রাতভর গল্প করল তারা। সঙ্গে কফি এবং বানানো সিগারেট। একই লোকের বাসিন্দা সুমাইয়া। ঘরে তামাক ছিল সাবিতের। সিগারেট বানাল সুমাইয়া। আটটা সিগারেট হয়েছিল।– ভোররাতে ঘুম ধরল সুমাইয়ার। সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলল, 'আমি সাবিত, আবার আসব।'

সাবিত বলল, 'আচ্ছা।'

'শোনো আমি আবার আসব, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

মফস্বলের জোছনা রাতে নৈঋতা ফিলিংয়ের ঘটনা এর আগে ঘটে গিয়েছে।

সুমাইয়া বলল, 'কি সাবিত? আমি তোমাকে বিয়ে করব না?'

বলে সুমাইয়া ঘুমিয়ে পড়ল। সাবিতের পাশেই। সাবিতেরও ঘুম ধরে এল কখন। আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। পরদিন ঘুম থেকে উঠে সাবিত দেখল, চলে গেছে সুমাইয়া। সাবিত এরপর কয়েকদিন ধরে 'নরওয়েজিয়ান উড' শুনল। 'বিটলস-এর গান-

আই ওয়ানস হেড আ গার্ল
অর শুড আই সে
শি ওয়ানস হেড মি...
এইসব কতদিন, দু'বছর আগের ঘটনা। এর মধ্যে আর আসেনি সুমাইয়া। কখনও কোথাও দেখাও হয়নি। সুমাইয়াকে ভুলতে বসেছিল সাবিত।
দিনের বৃষ্টি একরকম আর রাতের বৃষ্টি একরকম। আলাদা আলাদা রকমের অনুভূতি...।
কিন্তু এখন কেন এসেছে সুমাইয়া? এতদিন পর? যাবে কখন? আজ সুমাইয়া নাকফুল পরেনি। কেমন দেখাচ্ছে।
'তুমি আর নাকফুল পরো না?' সাবিত বলল।
'পরি তো? পরব?'
সবুজ কার্ডিগানের পকেট থেকে নাকফুল বের করে পরল সুমাইয়া। আর একটা লম্বা টান দিয়ে ব্যাঙের মুখে ফেলে দিল স্টিক। মুখ গোল করে ধোঁয়ার রিং বানাল। বলল, 'তোমার মনে আছে সাবিত?'
সাবিত অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'কী?'
'তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছ হ্যাঁ?'
'না ভয় পাব কেন?'
'যদি আজও আমি থেকে যাই?'
'থেকে যাবে।'
'ঠিক তো?'
আবার সাবিত অস্পষ্ট হাসল। বলল, 'বস। আমি কফি বানিয়ে আনি।'
'কী?'
সুমাইয়া বলল?
না। নৈঋতা।
'সাংঘাতিক, হ্যাঁ?' নৈঋতা বলল, 'প্রেম কী, কফি বানিয়ে খাওয়াবে! দাঁড়া দেখাচ্ছি!'
'তুই সারাদিন ধরে কোথায়?'
নৈঋতা আর কথা বলল না।
ওই সময় একটা মোবাইল ফোন বাজল। সাবিতের মাথায় না, সুমাইয়ার সবুজ কার্ডিগানের পকেটে। সুমাইয়া ফোন বের করে ধরল, 'হ্যালো... হ্যাঁ... হ্যাঁ বলছি... কী... কখন?... আচ ছা... হ্যাঁ আমি কাছেই... আমি... আমি আসছি... রাখি... ওকে।' ফোন রেখে সুমাইয়া বলল, 'আজ আর কফি হবে না।'
সাবিত বলল, 'কী হয়েছে?'
'যেতে হবে।'
সুমাইয়া উঠল।
স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস গোপন করল সাবিত।

চলে গেল সুমাইয়া।
সাবিত দরজা বন্ধ করতেই নৈঋতা কথা বলে উঠল, 'সাবিত সাহেব, এই মেয়ে যেন আর এই বাসায় না আসে।'
'তুই সারাদিন ধরে কোথায়?'
'আমি কী বলেছি তোকে? তোর সুমাইয়া কোনোদিন যেন আর এই বাসায় না আসে।'
'তোর এত লাগে কেন?'
'এই মেয়ে আর কোনোদিন এলে আমি তোকে খুন করে ফেলব।'
'আমি সম্মত। এখন বল তুই কোথায়?'
'কোথায় আবার, তোর মাথায়।'
'সারাদিন কোন জাহান্নামে ছিলি? ফোন করলাম ধরলি না কেন?'
'তুই আজকেও গাঁজা টেনেছিস?'
সাবিত স্বীকার করল, 'অল্প একটু।'
'অল্প-একটু!' রেগে গেল নৈঋতা, 'তোর না গাঁজা ছেড়ে দেয়ার কথা? এইসব করলে আমি আর কখনোই তোর সঙ্গে কথা বলব না! না!'
'তোর সঙ্গে আমার কথা আছে শোন–'
'না, তুই যেদিন গাঁজা টানবি না শুনব।'
আর কথা বলল না নৈঋতা।
শীত করছে।
সাবিত তার বিখ্যাত সবুজ চাদর পরল।
বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?
আকাশে মেঘ করে থাকলেও সারাদিনে একফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। এখন সাবিত একটা জানালা খুলে দেখল বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি। এই বৃষ্টি হয়ে গেলেই শীত পড়ে যাবে জাঁকিয়ে।

৬.
পরদিন নৈঋতার সঙ্গে দেখা হলো সাবিতের।
ধানমণ্ডি দুই-এ। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে।
তরুণ তিন আর্টিস্টের পেইন্টিং শো দেখতে গিয়েছিল তারা তিনজন। রিজু, দ্যুতি আর সাবিত।
পছন্দ হয়ে গেলে এক-দুইটা পেইন্টিং তারা কিনবে, এইরকম একটা ভাব নিয়ে তারা গ্যালারিতে ঢুকেছিল। কিন্তু একটা পেইন্টিং ছাড়া দেখল সব পেইন্টিংই 'সোল্ড' হয়ে গেছে। আনসোল্ড পেইন্টিংটা 'নট ফর সেল'। এটাই পছন্দ হয়েছিল তাদের। রিজুর, দ্যুতির। সাবিতেরও। বিষম একটা আফসোস নিয়ে তারা অলিয়ঁসের ক্যাফেতে বসল।

দ্যুতি বলল, 'কফি নিয়ে আয়।'
রিজু বলল, 'তুই যা না।'
'তোকে বললাম!'
'আমিও তো তোকে বললাম।'
ঝগড়ার উপক্রম।
সাবিত উঠে কফি নিয়ে এল।
অদ্ভুত একটা মিউজিক বাজছে ক্যাফেতে। পাহাড়ি সুর পাহাড়ি সুর। মৃদুলয়ে বাজছে। সাবিত দরজার দিকে মুখ করে বসেছে। বিখ্যাত আঁতেল, ফিল্ম মেকার শহীদুজ্জামান ফারুককে দেখল। দরজা খুলে, মাথা নিচু করে, ফোনে কথা বলতে বলতে অনুপ্রবেশ করল। সাবিতদের দেখল। চলে গেল কোণার একটা টেবিলে। সেই টেবিলে এক ব্রুনেট দৈত্যনী তার জন্য অপেক্ষা করছে। দৈত্যনী বলতে অতিকায়া। এ কোন দেশ হইতে আগত? জাপানি না। শহীদুজ্জামান ফারুক জাপানের টাকায় একটা ফিচার ছবি বানিয়েছে সম্প্রতি। সেই ছবি একটামাত্র সিনেমা হলে রিলিজ করেছিল। তিনদিন পর হল থেকে নামিয়ে দিয়েছে। কান, গদার, সিনেমাভেরিতে এইসব শব্দ শোনা যায় আঁতেলের সঙ্গে দুই মিনিট কথা বললেই। কিন্তু দৈত্যনী ফ্রেঞ্চ না রাশিয়ান? হতে পারে ইতালিয়ানও। এতক্ষণে ধরতে পারল সাবিত, ফেলিনির 'এইট এন্ড হাফ' ছবিতে এরকম অতিকায়া একটা ক্যারেক্টার ছিল।
দ্যুতি বলল, 'ও সাবিত ভাই?'
সাবিত বলল, 'কী?'
'কী দেখেন?'
সাবিত দেখল, ক্যাফের দরজা খুলে নৈঋতা ঢুকল।
ফকিন্নি নৈঋতা!
শার্ট ট্রাউজারস কার্ডিগান আর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরা ফকিন্নি। টিপ দেয়নি, নাকফুল পরেনি, এককানে দুল পরে আছে– ফকিন্নি না? পলিটিশয়ান জনাব খবির উদ্দিন মাহমুদ, মেয়ের এই রূপ দেখেছেন কখনো? না দেখার কথা না। এ হলো নিত্যনৈমিত্তিক নৈঋতা। একচোখে কাজল পরেও ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে তাকে। মেয়ের এইসব কর্মকাণ্ডে কী প্রাক্তন কমরেড পীড়া বোধ করেন?
নৈঋতা এসে দ্যুতির পাশে বসল।
সাবিত আরেক মগ কফি নিয়ে এল।
আচ্ছা নৈঋতা কি একটু বিষণ্ণ?
কেন বিষণ্ণ?
নাকি ভুল অনুমান সাবিতের?
নৈঋতা দিব্যি মেতে উঠল আড্ডায়।
সোয়া আটটায় তারা ক্যাফে থেকে বেরুল।
রাস্তায় শীত এবং কম লোকজন।

সাবিত আজকের পত্রিকা দেখেনি। শৈত্যপ্রবাহের নিউজ হয়েছে। বৃষ্টি পরবর্তী শৈত্যপ্রবাহ। তিন দিনের বেশি স্থায়ী হতে পারে।

নাকে, কানে শীত লাগল তাদের। শীত কাটাতে তারা কিছুক্ষণ হাঁটল।– সায়েন্স ল্যাব পার হয়ে, একটা ইয়েলো ক্যাব মিলল। নিয়ে চলে গেল রিজু আর দ্যুতি।

এখন নৈঋতা আর সাবিত।

তারা একটা রিকশা ঠিক করে উঠল।

শীতার্ত নগরীর রাস্তাঘাট, লোকজন। যানবাহন আর ট্রাফিক সিগন্যাল। কুয়াশা পড়ছে। একটু দূরের দৃশ্যও ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। বিপর্যস্ত স্ট্রিটলাইটগুলো প্রেতিনীর নিস্প্রভ হলুদ চোখের মতো জ্বলছে।

সাবিত বলল, 'এখন বল, এইসবের মানে কী?'

নৈঋতা বলল, 'কোন সবের? কী মানে?'

'ও, তুমি কিছু জানো না?'

'আশ্চর্য! তুই কী বলছিস?'

নৈঋতার কণ্ঠস্বর বিষণ্ন শোনাল। শীতে বিষণ্ন?

সাবিত বলল, 'কী বলছি?'–বলে বিশদ বর্ণনা করল।

সব শুনে নৈঋতা বলল, 'তুই এসব কী বলছিস? আমি কী করে তোর মাথার ভেতর ঢুকব? ঠাণ্ডা মাথায় একবার চিন্তা করে দেখ, এসব কী সম্ভব?'

'অরুণিমা তোর বন্ধু না, তাহলে?'

'বললাম না তোকে? অরুণিমা কে?'

'দেখ তুই–'

'তোর কী মনে হচ্ছে? আমি তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছি? কোনোদিন কি তোকে আমি অর ণিমার কথা বলেছি? আমার বন্ধু হলে বলতাম না? বল।'

নৈঋতার কথা বিশ্বাস করল সাবিত।

ঘটনা কী দাঁড়াল তাহলে?

কে কথা বলে? সাবিতের মাথায়?

নাকি সব বিভ্রম?

হ্যালুসিনেশন?

নৈঋতা বলল, 'শোন সাবিত–' বলে চুপ করে গেল।

সাবিত বলল, 'বল।'

'না থাক... আচ্ছা শোন, জননেতা খবির উদ্দিন মাহমুদের কাহিনী। আমাদের কাজের মেয়েটা প্রেগনেন্ট।'

সাবিত বলল, 'কী?'

নৈঋতা বলল, 'দুই মাস। জননেতা খবির উদ্দিন রেপ করেছিল মেয়েটাকে।'

'কী বলছিস?'

'এখন বলছে অ্যাবরশন করাতে।' নৈঋতা বলল, 'বাট্, এটা আমি হতে দেব না। শারিয়াকে নিয়ে আমি কাল আইন ও সালিশ কেন্দ্রে যাব। ওখানে তোর চেনা কেউ আছে?'
'শাহীন আপা আছে। শাহীন আখতার। যাওয়ার আগে শাহীন আপার সঙ্গে তুই একবার কথা বলে দেখ।'
'তোর কী মনে হয় বল তো?'
'কী?'
'আমি একটা প্রেস কনফারেন্স করব?'
'তোর বাবা তোকে।...'
'খুন করে ফেলবে?' নৈঋতা বলল, 'কিন্তু এটা আমি করব। এসব কখনো তোদেরকে বলি না। রাস্তা থেকে নিয়মিত মেয়ে নিয়ে যায় কুত্তার বাচ্চাটা। আমার মা-তো... আমার মনে হয় আত্মহত্যা করেছিল। ভাল করেছে। একটা অমানুষের সঙ্গে থাকা যায়, বল?'
সাবিত কী বলবে, চুপ করে থাকল। এত শান্ত গলায় কথা বলছে নৈঋতা! কী করে সম্ভব? এমন অবস্থায়?
'আরও অপকর্মের কাহিনী শুনবি?' নৈঋতা বলল, 'না থাক।'
'হ্যাঁ থাক।' সাবিত হাসল, 'আমি এখন একটা কথা বলি তোকে?'
বলে সাবিত একটা সিগারেট ধরাল।
নৈঋতা বলল, 'বল।'
'সিরিয়াসলি!' সাবিত বলল, 'তুই আমাকে বিয়ে করবি?'
'না।'
'না কেন?'
'তুই একটা ড্রাগ এডিক্ট।'
'গাঁজা ড্রাগ না ইয়োর হাইনেস।'
'ড্রাগ না হোক ক্ষতিকর দ্রব্য। তুই এইসব না করলে হয়তো আমি বিবেচনা করে দেখতাম।'
চমকালো সাবিত। তার মনে হলো ঠিক এইরকম কথা কি আগেও তাদের মধ্যে হয়েছে? ঠিক এরকম নৈঋতা বলেছে, 'তুই একটা ড্রাগ এডিক্ট!' বলেছে না? না কি? এখন সাবিত কী বলবে?– কী? আর নৈঋতা কী বলবে?
তোকে বিয়ে করা যায় কি না?
পাজল্‌ড সাবিত আরও পাজ্‌লড ফিল করল। তবে মনে পড়ল বাস্তবে না, স্বপ্নে এসব কথা হয়েছিল তাদের। তার আর ডানাঅলা নৈঋতার। তবে বিয়ে না, কথা হয়েছিলে প্রেমে পড়ে থাকা না থাকা নিয়ে।

৭.

জানালার কাচে কুয়াশা জমেছে।

বৃষ্টির ফোঁটার মতো কুয়াশা।
মনে হচ্ছে অনেক রাত হয়ে গেছে।
বাস্তবে অনেক রাত হয়নি।
এগারোটা দশ বাজে মাত্র।
সবুজ চাদর পরা শীতার্ত সাবিত হাঁটাহাঁটি করছে তার ঘরে। অকারণে নয়। কিছু শব্দ উড়ছে তার মাথায়। যে কোনও মুহূর্তে একটা কবিতা হয়ে যেতে পারে। এগারোটা এগারো মিনিটে একটা টিকিটিকি টিক্ টিক্ করল। শাদা টিকটিকি। সাবিত দেখল।- এটা এলুয়ার। ফ্রাঁসোয়াজ কোথায়? দীর্ঘদিন ধরে এরা সাবিতের ঘরের বাসিন্দা। নিঃসন্তান দম্পতি। না কি? মায়া করে এলুয়ার আর ফ্রাঁসোয়াজ নাম দিয়েছে সাবিত। কবি পল এলুয়ার স্মরণে, আর্টিস্ট ফ্রাঁসোয়াজ জিলো স্মরণে।
'শীত করে না এলুয়ার সাহেব?'
এলুয়ার আবার টিক্ টিক্ করল। সাবিত এই টিক টিক-এর অনুবাদ করল– 'আর শীত! ও ফ্রাঁসোয়াজ!'
কিন্তু ফ্রাঁসোয়াজকে দেখা গেল না।
দুইশ' ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে তার ঘরে।
বড় বেশি রকমের উজ্জ্বল। অফ করে দিলে কী হয়? সাবিত ভাবল আর লোডশেডিং হলো। অন্ধকার হয়ে গেল তার দরজা-জানালা আটকানো ঘর।... মোম আছে ঘরে। কিন্তু–
একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।
সাবিত দেখল সব দেখতে পাচ্ছে সে। শীতার্ত জমাট এই অন্ধকারের মধ্যেও। সব স্পষ্ট। বেতের বুক র‍্যাক, কাম্প খাট, টুল আর জানালার কাচের কুয়াশা। সব স্পষ্ট। যেরকম আলোতে দেখা যায়।
এ কী কাণ্ড!
বিড়াল হয়ে নাকি সাবিত?
নাকি বিভ্রম?
না, বিভ্রম হবে কেন?
র‍্যাকের তিনটা বইয়ের নাম পড়ল সাবিত। সত্যের মতো বদমাশ-আবদুল মান্নান সৈয়দ, একা এবং কয়েকজন-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পুষ্প বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ-আহমদ ছফা!
ঘটনাটা কী?
এমন যে সাবিত আজ গাঁজাও টানেনি। ছেড়ে দেবে তার রিহার্সেলমূলক একটা দিন কাটিয়ে দেখল। মন্দ যায়নি। না, গেছে? শৈত্যপ্রবাহপীড়িত নগরীর রাস্তায় অনেকক্ষণ তারা ঘুরেছে রিকশায়। সাবিত আর নৈঋতা। অনেক কথা বলেছে নৈঋতা। তার বাপের নানা অপকীর্তির কাহিনী। এতকিছু জানত না সাবিত। নৈঋতাও আগে কখনও বলেনি। গোল্ড স্মাগল করেন প্রাক্তন কমরেড, ড্রাগ সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সন্ত্রাসীদের গডফাদার। কালা জাকির, কুত্তা হাসান তার সিন্ডিকেটের সন্ত্রাসী ছিল। র‍্যাব ধরেছিল দুটোকেই। ক্রসফায়ারের ঘটনা

ঘটেছে।
খবির উদ্দিন মাহমুদের কিছু হয়নি। নিশ্চিন্তে সে তার নানাবিধ বিকৃতি চরিতার্থ করে চলেছে।
নৈঋতার জন্মের তিন দিন পর তার মা আত্মহত্যা করেছিলেন!
আত্মহত্যা?... নৈঋতার মনে হয়।
কেন মনে হয়?
খবির উদ্দিন মাহমুদের অত্যাচারে তার মা আত্মহত্যা করেছিলেন! না হলে কেন মরবেন?
বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিতে গিয়ে ওই সময়ের পত্রিকা দেখেছে নৈঋতা। একটা দৈনিক পত্রিকায় মাত্র নিউজ ছাপা হয়েছিল– 'জননেতা খবির উদ্দিন মাহমুদের পত্নীর অকালমৃত্যু'। কেন মৃত্যু লেখা হয়নি। ফলোআপ রিপোর্টও হয়নি।
মা ছাড়া নৈঋতা বড় হয়েছে।
কী দেখেছে সে ছোটবেলা থেকে?
চরিত্রহীন লম্পট একটা লোককে।
যখন থেকে সব বুঝতে শিখেছে, খবির উদ্দিন মাহমুদকে আর একদিনও 'বাবা' বলে ডাকেনি নৈঋতা। একবারও না। তাকালেও ঘৃণা হয় তার। এই লোকটা তার বাবা! লোকটা? লোক? মানুষ না পিশাচ?
পিশাচ! মানুষের রক্ত নেই খবির উদ্দিন মাহমুদের শরীরে। কোনও মানুষ এরকম হয় না।
শ্রমিক নেতা বাশার খুনের ঘটনা মনে আছে সাবিতের?
হাবিব-উল-বাশার আবু।
নিউজ হয়েছিল দেশের সমস্ত পত্রিকায়। প্রকাশ্য দিবালোকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছিল বাশারকে। হত্যাকারী হিসেবে কিলার আকবুরকে শনাক্তও করা হয়েছিল। কিন্তু আকবুর ধরা পড়েনি। গডফাদার খবির উদ্দিন মাহমুদ আকবুরকে কানাডায় পাঠিয়ে দিয়েছে। পুলিশ খবির উদ্দিন মাহমুদকে ধরেনি।
পুরান ঢাকার কমিশনার আবুল হাশেম সরদার বিজনেস পার্টনার ছিল খবির উদ্দিন মাহমুদের। মুরগি ছালেহকে নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। মুরগি ছালেহ দলে হাশেমের রিক্রুট! সেই মুরগি ছালেহই একদিন হত্যা করে আবুল হাশেমকে। চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে। মুরগি ছালেহও এখন বিদেশে।
কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, কিন্তু এরকম আরও অনেক হত্যাকাণ্ডের হোতা খবির উদ্দিন মাহমুদ।
এইসব কথা বলার সময় এত নিরাবেগ ছিল নৈঋতা, আশ্চর্য হয়েছে সাবিত। একবারও গলা কাঁপেনি নৈঋতার। এত ঘৃণা করে সে বাপকে?
সাবিত রাজনীতি-সংশিষ্ট লোক নয়। পত্রিকায় রাজনৈতিক খবর কখনও পড়ে না। কী পড়বে? অমুক মন্ত্রী বলছে 'লুকিং ফর শত্রুজ'। অমুক নেতা বলছে 'এই যে টাম্পকার্ড!'– এসব পড়ে কী ডট হবে? তারা দেশ উদ্ধার করে ফেলবেন! হ্যাহ! কম দিন দেখল না

পাবলিক!
সাবিত আবার এলুয়ারকে দেখল।
একখানেই আছে এলুয়ার।
ফ্রাঁসোয়াজ হারামজাদি এখনও এল না।
অন্ধকারে দেখে টিকটিকিরা?
না মনে হয়।
র‍্যাক থেকে একটা বই নিল সাবিত।
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা সংস্করণ। প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৬০। ছিড়ে খুঁড়ে পুরান হয়ে গেছে বইটা। সাবিত একটা দুটো করে পৃষ্ঠা উল্টাল। আট... তেরো... একুশ... একচলিশ... সাতষট্টি...। সাতষট্টি পৃষ্ঠার কবিতা 'তোমাকে'। সাবিত পড়ল–
একদিন মনে হতো জলের মতন তুমি
সকাল বেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা–
অথবা দুপুর বেলা– বিকেলের আসন্ন আলোয়–
চেয়ে আছে– চ'লে যায়– জলের প্রতিভা।
পড়তে কষ্ট হলো না একটুও।
বিশ লাইনের কবিতা 'তোমাকে'। শব্দ সংখ্যা কত?
এক দুই তিন চার...
একশ' সতেরো।– সাবিত এই হিসাবও করল। নিশ্চিন্ত হলো ঘটনা বাস্তব। অন্ধকারে সে দেখেছে। এখন সে কী করবে তাহলে? অন্ধকারে বসে কবিতা লিখবে?
লিখল।
বিশ লাইনের একটা কবিতা। শব্দ সংখ্যা একশ' সতেরো। অন্ধকারে শাদা কাগজে ফুটে থাকল নীল অক্ষরমালা।
রাত কত হলো?– বারোটার কম নয়!
ঘড়ি দেখল সাবিত। বারোটা চব্বিশ।
ইলেকট্রিসিটি কি ফিরবে না আর?
অন্ধকারে দেখতে পারাটা অস্বস্তির।
শীত আরও হিম হয়ে পড়েছে।
আর বসে থাকার মানে হয় না।
ঘুমিয়ে পড়া যায় এখন। ইলেকট্রিসিটি এর মধ্যে ফিরল তো ফিরল। না ফিরলে কী করা যাবে আর? ইলেকট্রিসিটি আর লাগবে না সাবিতের। এখন অন্ধকারে দেখতে পায় সে!
'তাই না?' নৈঋতা হাসল। সাবিতের মাথায়। আর বলল, 'আমাকে দেখ তো।'
'তুই কোথায়?' সাবিত বলল।
'তোর মাথায়'।
'মাথায় আমি তোকে কী করে দেখব?'

‘আমি এসে বসি তোর পাশে?’
‘আয়।’
নৈঋতা আবার হাসল।
সাবিত বলল, ‘তুই নৈঋতা না! তুই ইয়ে... তুমি কে?’
‘আমি নৈঋতা।”
‘না, তুমি নৈঋতা না।’
‘তাহলে তুই বল আমি কে?’
‘আমি কী করে বলব?’
‘বলতে পারবি না?’
‘নাহ, আমি কী করে বলব?’
‘আমি এসে বসি তোর পাশে?’
‘আয়।’
এল না নৈঋতা। কোত্থেকে আসবে?
নৈঋতা কিংবা কেউ একজন!
সাবিত বলল, ‘আচ্ছা আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি কেন?’
‘আমি দেখাচ্ছি।’ নৈঋতা হাসল, ‘কেন তোর ভালো লাগছে না?’
‘না। অস্বস্তি হচ্ছে।’
‘আচ্ছা আর দেখবি না। এখন ঘুম যা।’
ঘুম!
সাবিত উঠে ঘুমিয়ে পড়ল এবং নানারকম স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দেখল। একবার সবুজ প্রান্তর কী দেখল? একবার ডানাঅলা সেইসব লোকজন? একবার নৈঋতা? ডানাঅলা নৈঋতা?
হয়তো দেখল, হয়তো দেখল না।
পরদিন সকালে মানে দুপুরে, সে যখন ঘুম থেকে উঠল, তার কিছু মনে নেই আর। অন্ধকারে দেখতে পারার ঘটনাও মনে নেই। কবিতা লেখার কথাও মনে নেই। সে দেখল, একটা অফসেট কাগজে সে ‘তোমাকে’ কবিতাটা কপি করে রেখেছে। জীবনান্দ দাশের ‘তোমাকে’। একদিন মনে হতো জলের মতন তুমি...।
আশ্চর্য! ‘তোমাকে’ কপি করল কেন সে?
কখন করল?
তার কিছু মনে পড়ল না।
তবে লেখা হয়ে গেছে যখন, সে ‘তোমাকে’ পকেটে রাখল। নৈঋতার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়!

শৈত্যপ্রবাহ আজ একটু কমেছে।
বিকালের আগে একবার রোদও উঠল।
আজিজ মার্কেটের সিঁড়িতে বসে এই রোদ দেখল রিজু ও সাবিত।
‘কী দুঃখী রোদ!’ রিজু বলল।
‘পরাবাস্তব রোদ।’ সাবিত বলল, ‘এরকম রোদ আছে সালভাদর দালির অনেক পেইনি টংয়ে।’
‘তুই কী গাঁজা ছেড়ে দিলি একদম?’
‘হ্যাঁ।’
‘সিরিয়াসলি?’
‘হ্যাঁ।’
‘কেন?’
‘আমি নৈঋতাকে বিয়ে করব।’
রিজু হাসল, ‘তার সঙ্গে গাঁজার কী সম্পর্ক?’
সাবিত উত্তর না দিয়ে হাসল এবং প্রথমে দ্যুতিকে দেখল। দ্যুতি উঠে এসে বসতে না বসতে দেখা গেল হিরন্ময়কে। মোবাইল ফোনে কেউ একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে উঠল। কথার শেষাংশ শুনল সাবিতরা।
‘...জি...জি আমি রিজুকে বলব।... জি দ্যুতি... ধুতি না দ্যুতি। জাহাঙ্গীরনগরের পড়ে... এনথ্রোপলজিতে।... জি... জি... দ্যুতির বাবা অধ্যাপক হান্নান কোরায়শী।... জি? জি চাচা... জি রিজু তো একটা ওটিং-টোল।... ওটিং... টোল... ও টি আই এন জি... টি ও এল ই। জি রাখি।... জি।... রাখি।’
ফোন পকেটে রেখে হিরন্ময় বসল।
রিজু বলল, ‘কে?’
হিরন্ময় বলল, ‘তোর বাবা।’
‘কী?’
‘তোর বাবা। দ্যুতির বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়।’
‘তুই আমার কথা কী বললি?’
‘বললাম, তুই একটা ওটিং-টোল।’ হিরন্ময় হাসল।
‘ওটিং-টোল! ওটিং-টোল মানে?’
‘ওটিং হলো তোর ডট ডট। টোল হলো ডট হয়ে গেছে।’
‘তুই এ কথা আমার বাপকে বললি?’
‘বললাম। কী হয়েছে।’
‘কিছু হয়নি। ফোন নিলি কবে?’
‘গতকল্য রাত্রি অষ্টম ঘটিকায়।’
‘দেখি ফোনটা।’

‘ফোন দেখে কী করবি?’

সাবিত বলল, ‘দেখা না সেটটা।’

‘সেট দেখে কী ডট হবে ডট? সব সেটই তো একরকম। যখন কথা বললাম তখন দেখিসনি?’

‘তবুও দেখি না।’

প্রথমে নিরুপায় দেখাল হিরন্ময়কে। তারপর ক্ষিপ্ত। খেপা গলায় সে বলল, ‘দেখতেই হবে?’

‘আশ্চর্য? তুই খেপে যাচ্ছিস কেন?’

‘খেপে যাচ্ছি না, দেখ এই যে– প্রাণভরে দেখ!’

সেটটা বের করে দিল হিরন্ময়।

তারা দেখল।

কিসের কী, একটা খেলনা। এটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে অযথা নাটক করল হিরন্ময়। কোনও মানে হয়? হিরন্ময় কোনোদিন বড় হবে না। এখন কেউ কিছু বলার আগেই সে দাঁত বের করে হেসে বলল, ‘বর্ণমালার জন্য কিনলাম।’

বর্ণমালার মামা হিরন্ময়। সেই সুত্রে মহসিন, রিজু, সাবিতও মামা। দ্যুতি-আন্টি, নৈঋতা - আন্টি। ছোট্ট বর্ণমালা থাকে নারিন্দা এলাকায়। কঠিন ভাব তার এদের সকলের সঙ্গে। অতএব বর্ণমালার কথা শুনে তারা নিস্কৃতি দিল হিরন্ময়কে। দ্যুতি বলল, ‘বর্ণমালাকে অনেক দিন দেখি না।’

‘কী সব কথা বলে এখন’, হিরন্ময় হাসল, ‘না শুনলে বিশ্বাস করবি না। মোলা চিলায় গেছে, তোরা শুনেছিস?’

‘মহসিন? কবে?’ রিজু বলল।

‘অদ্য সকালে। সিলেট অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে মনে হয়। সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডে দেখলাম। আরও আট-নয়জন হুজুরের সঙ্গে।’

‘তুই সায়েদাবাদ গিয়েছিলি? কেন?’

‘মেয়ে দেখতে।’

‘মেয়ে দেখতে?’

‘আমার জন্য না,’ হিরন্ময় বলল, ‘রূপনের জন্য। মেয়ে দেখে রূপন পছন্দ করেছে। কণ্ঠশীলনে আছে মেয়েটা। জগন্নাথে পড়ে।’

‘মেয়ের নাম কী?’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল না হিরন্ময়। বলল, ‘তারানা।’

‘তারানা দেখতে কী রকম?’ রিজু বলল।

‘দীপাবলীর মতো।’

‘দীপাবলী?’

‘সাতকাহন-এর দীপাবলী। প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদে একটা মেয়ের ছবি আঁকা আছে না? ওই রকম।’

হিরন্ময়ের মহলার বন্ধু রূপন। কাপড়ের ব্যবসায়ী। ইসলামপুরে দোকানদারি করে। তার বউ দেখতে 'সাতকাহন'-এর দীপাবলীর মতো হবে?– হোক।
দ্যুতি বলল, 'তোরা কি... কি বললি না... তারানা, তারানার বাসায় গিয়েছিলি?'
'মাথা খারাপ!' হিরন্ময় বলল, 'বাস টার্মিনালে এসেছিল তারানা। না হলে মোলাকে আমি কী করে দেখব?'
বাস টার্মিনালে আজকাল মেয়ে দেখা হচ্ছে?
বিশ্বাসযোগ্য কথা?
কেউ বিশ্বাস না করলে নাই। কারোর ধার ধারে হিরন্ময়? আরও অনেক দূর যেত সে হয়তো, বাধাগ্রস্ত হলো।
সিঁড়িতে তারা মহনসিকে দেখল।
মহসিন একটা বানরটুপি পরেছে। লাল বানরটুপি, নীল চাদর। রঙের সেন্স কম হুজুর কবির। কিংবা সে কালারবাইন্ড। না হলে এমন একটা লাল রঙের বানরটুপি কেউ পরে? তার সঙ্গে এমন একটা নীল রঙের চাদর?
অদ্ভুত কম্বিনেশন!

বানরটুপি পরা মহনিসকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে হিরন্ময়।
'আরে মোলা! তুই ব্যাটা একশ' আট বছর বাঁচবি! এই মাত্র তোর কথা হচ্ছিল! তুই একশ' নয় বছর বাঁচবি!'
মহসিন বসে একটা দম নিয়ে বলল, 'তুই তাড়াতাড়ি নিচে যা সাবিত। নৈঋতা অপেক্ষা করছে।'
'কী, কোথায়?' সাবিত বলল, 'সে উপরে উঠল না কেন?'
'গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আছে দেখলাম।' মহসিন বলল।
এর মধ্যে সন্ধ্যা নেমেছে।
শৈত্যপ্রবাহকবলিত সন্ধ্যা। কনকনে ঠাণ্ডা।
নিচে নেমে সাবিত খুবই জমজমাট দৃশ্য দেখল। শৈত্যপ্রবাহ আটকাতে পারেনি আজিজ মার্কেটের নিয়মিতদের। একেবারে হাট জমে গেছে। চেনা কবি, অচেনা কবি, চেনা গায়ক, অচেনা গায়ক, চেনা আর্টিস্ট, অচেনা আর্টিস্ট চেনা বিপবী, অচেনা ধান্দাবাজ... নানা রঙের এবং রকমের লোকজন। আক্ষরিক অর্থেই রঙের। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, ধূসর শীতবস্ত্রের রং। ছবি উঠিয়ে রাখতে পারলে একটা 'সম্পূর্ণ রঙ্গিন' ছবি হতে পারত।
কয়েকটা গাড়ি। সাবিত একটা গাড়িতে নৈঋতাকে দেখল। অফ হোয়াইট রঙের গাড়ি। জানালার কাচ উঠিয়ে রেখে ড্রাইভিং সিটে বসে আছে নৈঋতা। নিকটবর্তী হওয়ার পরও সাবিতকে দেখল না। জানালার কাচ নামিয়ে বলল, 'গাড়িতে ওঠ।' সাবিত উঠল। নৈঋতার পাশের সিটে বসল। বলল, 'তুই উপরে উঠলি না?'
নৈঋতা এ কথার উত্তর দিল না। বলল, 'সাপ্তাহিক ৩০০০-এর কারও সঙ্গে তোর পরিচয়

আছে?'
'আছে। কেন?'
'কার সঙ্গে পরিচয় আছে?'
'এডিটরের সঙ্গেই আছে। ইরতিজা ভাই। কেন তোর কী দরকার?'
'আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'
'আচ্ছা ব্যবস্থা করা যাবে।'
'এখন ব্যবস্থা করা যাবে না? ইরতিজা ভাইয়ের ফোন নাম্বার আছে তোর কাছে?'
'দেখি দাঁড়া। সাবিত শার্টের বুক পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে দেখল।
'না, নেই।'
'রিজুর কাছে আছে?' নৈঋতা বলল।
'থাকতে পারে। আছে মনে হয়।'
নৈঋতা ফোন করল রিজুকে। সাপ্তাহিক ৩০০০এর সম্পাদক ইরতিজা নাসিমের ফোন নাম্বার নিল। তারপর সাবিতকে বলল, 'এখন তুই কথা বল ইরতিজা ভাইয়ের সঙ্গে। পারলে এখনই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নে।'
ইরতিজা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলল সাবিত। নৈঋতার ফোনে। ইরতিজা ভাই আছেন অফিসে। এখন যদি যায় তাহলে কথা হতে পারে সাবিতের সঙ্গে।
'৩০০০-এর অফিস রিং রোডে না?' নৈঋতা বলল।
সাবিত বলল, 'না রাজাবাজারে। আসসালামওয়ালাইকুম দোকানের গলিতে।'
গাড়ি স্টার্ট দিয়ে নৈঋতা বলল, 'শারিয়াকে মেরে ফেলবে ও।'
সাবিত বলল, 'কী হয়েছে?'
'শারিয়াকে আজ ক্লিনিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল' নৈঋতা বলল, 'অ্যাবরশন করাবে। শারিয়া যায়নি। এখন বিপদের মধ্যে আছে মেয়েটা। লুৎফর বলেছে, অ্যাবরশন করালে দশ হাজার টাকা পাবে শারিয়া। না হলে লাশ হয়ে যাবে। চিন্তা কর।'
'লুৎফর কে?'
'খবির উদ্দিন মাহমুদের পিএস। আরেকটা সন অভ আ বিচ।'
'তুই কি করবি ভেবেছিস?'
'আমার কাছে কিছু ডকুমেন্ট আছে। রিটেন ডকুমেন্টস। সিডি আছে ড্রাগ সিন্ডিকেটের মিটিংয়ের। ৩০০০-এর কেউ যদি চায় কথা বলতে পারবে শারিয়ার সঙ্গেও। একটা রিপোর্ট তারা করবে না?'
'করল, তারপর?' সাবিত বলল, 'তোর বাবা জানতে পারবে না তুই–'
'আমার বাবা বলবি না ওটাকে।' নৈঋতা বলল, 'কি করবে ও? মেরে ফেলবে আমাকে? মেরে ফেলুক। আমি মরে গেলে কী যায় আসে?'
'কিন্তু তুই মরলে তো হবে না!' সাবিত বলল।
নৈঋতা সাবিতকে দেখল। হাসল, আশ্চর্য! আর বলল, 'কী হবে না?'

সাবিত এই কথার উত্তর দিল না। রাস্তাঘাট দেখতে মনোযোগী হলো। অথবা হলো না। লোকজন খুবই কম রাস্তায়। রিকশা কম, গাড়ির উপদ্রব কম। শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।
গ্রিন রোডের মোড় ক্রস করে তারা রাজাবাজার এলাকায় ঢুকল। নৈঋতা বলল, 'কোন গলি বলবি।'
'শমরিতা হাসপাতালের তিন গলি পরে।'
'ও। গান শুনবি?'
আশ্চর্য হলো সাবিত।
'আমি গান গাই?' নৈঋতা বলল।
সাবিত মূক হয়ে থাকল।
নৈঋতা হাসল, 'ঠিক আছে। খবির উদ্দিন মাহমুদের কথা শোন তাহলে। সে বলেছে, আমি তার মেয়ে না। কার সঙ্গে আমার মায়ের অবসিন রিলেশন ছিল। আমি তার মেয়ে। আমার মা পাপ করে মরেছে।'
'কখন বলল?'
'এই তো দুপুরে। আমি চার্জ করেছিলাম তাকে। শারিয়ার ব্যাপারে। সে আমাকে পাত্তাই দেয়নি। বলেছে, তার কথা মতো না চললে আমাকে তার সম্পত্তির কিছু দেবে না। এখন বল, আমার সম্পত্তি দরকার? না কি... না আমার বাবাকে দরকার? আমার বাবা কে আমি জানব না? হয় বল?'
শোকে পাথর হয়ে গেছে নৈঋতা?
না'হলে এরকম নিরাবেগ গলায় কেউ কথা বলতে পারে? এইসব কথা? এই রকম মুহূর্তে?

৯.
এগারোটার দিকে নৈঋতা নামিয়ে গেছে সাবিতকে।
তারপর একঘন্টা পার হয়ে গেছে। একঘন্টা এগারো মিনিট। বারোটা এগারো বাজে এখন ঘড়িতে। ক্যাম্প খাটে শায়িত সাবিত এলুয়ার আর ফ্রাঁসোয়াজকে দেখল। বুক র‍্যাকের উপরের দেয়ালে। নিঃশব্দে ফ্রাঁসোয়াজ এলুয়ারকে দেখছে এবং এলুয়ার ফ্রাঁসোয়াজকে।
তারা কি এখন প্রেম করবে?
তাহলে এভাবে তাকানো ঠিক না।
আচ্ছা টিকটিকির সেক্স লাইফ কিরকম? কী হয়, কী হয় না? বইপত্র আছে এই বিষয়ে?... ইন টারনেটে সার্চ করে দেখা যায়। রিজুকে বললে রিজু সার্চ করে দেখবে।
সাপ্তাহিক ৩০০০-এ তারা একঘন্টা দেড়ঘন্টা ছিল। ইরতিজা ভাই ডিটেইল শুনেছেন এবং সব ডকুমেন্ট রেখেছেন। ৩০০০-এ রিপোর্ট হবেই। ইরতিজা ভাই শারিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। নৈঋতাও আনসেইফ ফিল করে যদি, কয়েকদিন বাসায় না থাকলে পারে।

উন্মত্ত হয়ে উঠলে খবির উদ্দিন মাহমুদ ক্ষতি করতে পারে নৈঋতারও।
৩০০০-এর অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে নৈঋতা বলল, ‘আমি তোর বাসায় থাকব।’
যাবতীয় অসুবিধা বিবেচনা করেও সাবিত অসম্মত হতে পারল না। ‘আচ্ছা থাকবি।’ বলল, ‘থাকবি।’
‘তাহলে চল খেয়ে নেই কোথাও।’
ভৌতিক পরিবেশে বসে তারা খাওয়া-দাওয়া করলো।
‘ভূত’ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়েছিল নৈঋতা। সাবিতের জন্য একটা অত্যন্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ভূতের মুখোশ পরে কিছু লোক ঘুরে বেড়ায় রেস্তোরাঁর এখানে-ওখানে। মজা করে বাচ্চা আর মেয়েদের সঙ্গে। সাবিতদের পরের টেবিলে এক প্যাকেজ নাটকের নায়িকা আর তার বয়ফ্রেন্ড বা হাসব্যান্ড বসেছিল। ভূত দেখে এমন চিৎকার মেয়েটার! নৈঋতা এনজয় করেছে। এবং সাবিত আশ্চর্য হয়েছে। এত টেনশনলেস কী করে নৈঋতা?
‘ভূত’ থেকে বেরিয়ে তারা দেখল, কুয়াশা, কী কুয়াশা বাপরে, একটু দূরের কিছু দেখা যায় না। গাড়ি স্টার্ট করে নৈঋতা বলল, ‘সারারাত ঘুরবি? না থাক, তোকে তোর বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই।’
‘তুই কোথায় থাকবি?’
‘তুই কী মনে করেছিলি? ’ নৈঋতা হাসল। ‘তোর বাসায় থাকব? মতলব কী হ্যাঁ? ওসব হবে না।’
‘তাহলে তুই কোথায় থাকবি?’
‘কোথায় থাকব? কোথাও থাকব না। সারারাত ধরে ঘুরব।’
‘পাগলামি করবি না!’
‘পাগলামি হবে কেন? তোর সঙ্গে থাকাটাই বরং পাগলামি হবে! না? তোর মতো একটা দুশ্চরিত্র , লম্পট গাঁজাখোরের সঙ্গে?’
‘দেখ, আমি দুশ্চরিত্র না, লম্পট না। এবং আমি আর গাঁজা খাই না!’
‘ওরে ঝড় নারে! ঝড় ত্যি ঝড় ত্যি? আয় একটু চুমু খাই তোকে! না, একটা গান শোনাই হ্যাঁ’- বলে একটা গান গেয়ে দিল নৈঋতা।

‘আমার কানের দুল কই
আমি জানি না
আমার নাকের ফুল কই
আমি জানি না
একটু আগে অঙ্গে ছিল
এখন দেখি নাই
খুব ক্ষিধা পেয়েছিল
খেয়ে ফেলেছি তাই...’

দুলে দুলে গাইল। গেয়ে বলল, ‘কী কেমন? বাংলা ছবির গান। সুইট গান না?’

সেই থেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে সাবিত। জোর করে তাকে নামিয়ে রেখে একা একা চলে গেছে নৈঋতা। গেছে কোথায়? সারারাত ঘুরবে? এই শীতের মধ্যে সারারাত ঘুরবে? কোনোরকম বিপদে পড়লে!
দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না সাবিতের।
এখন সে ভাবল যে, তার একটা মোবাইল ফোন থাকলে ভালো হতো। দুশ্চিন্তায় মরতে হতো না। কী করছে এখন নৈঋতা? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। রাত বারোটা আটচলিশ বাজে।... না, একটা মোবাইল ফোন সে কিনবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা হাতে পড়লেই। তানভীর একটা নাটক লিখে দিতে বলেছে। লিখে দিলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সাবিত ঠিক করল সে নাটকটা লিখবে। লিখতে বসবে নৈঋতার সঙ্কটকাল কাটলেই।
"নৈঋতা, তুই এখন কোথায়?'
'এই যে!'
নৈঋতা হাসল। সাবিতের মাথায়।
সাবিত বলল, 'তুমি কে?'
'আমি সাবিত, আমি নৈঋতা।'
'না, তুই নৈঋতা না।'
'তুই বিশ্বাস করছিস না কেন?'
'বিশ্বাস করব তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ কি আছে?'
'আমাকে দেখলে বিশ্বাস করবি?'
'হ্যাঁ, দেখি?'
'দরজা খুলে দেখ।' নৈঋতা বলল।
'কী?'
'দরজা খুলে দেখ গাধা।'
কী রকম একটা হলো সাবিতের। তার মনে হলো তাকে নিশিতে পেয়েছে। নিশির ডাক তাকে সম্মোহিত করল।
দরজা খুলে দেখ গাধা!
দরজা খুলে দেখ গাধা!
দরজা খুলে দেখ গাধা!
সাবিত উঠল। দরজা খুলে দেখল... কী দেখল?
কী দেখবে? কিছুই দেখল না ।
উল্টো আক্রান্ত হলো কনকনে ঠাণ্ডায়।
দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, নৈঋতা বলল, 'অ্যাই! অ্যাই!'
সাবিত দেখল কুয়াশা উড়ছে। পাশের বিল্ডিংও দেখা যাচ্ছে না, এত কুয়াশা। অনেক বছর ধরে এরকম শীত পড়েনি ঢাকা শহরে। রাস্তায় যারা থাকে, তাদের কী অবস্থা?
'ছাদে আয়!' নৈঋতা বলল।

নিশির ডাক আবার!
ছাদের গেট খোলা। কে খুলল?
কয়েকদিন ধরে সাবিত ছাদে উঠে না। এখন উঠল এবং কিছু দেখল না। কী দেখবে? ছাদ ঢেকে আছে কুয়াশায়। যতদুর চোখ যায় কুয়াশা। ‘বোকা ছেলে!’ নৈঋতা হাসল, ‘এইদিকে দেখ!’
সাবিত তাকাল এবং দেখল। অদূরে কুয়াশার মধ্যে নৈঋতা।– নৈঋতা! কোনও ভুল নেই!
সাবিত ফিসফিস করে বলল, ‘তুই?’
নৈঋতা হাসল, ‘শীত করছে?’
সাবিত আবার বলল, ‘তুই!’
কুয়াশার অন্তর্গত নৈঋতা হাসল?
আর একটা ঘটনা ঘটল।
সাবিত দেখল ছাদে নেই সে। দাঁড়িয়ে আছে সবুজ একটা প্রান্তরে। কুয়াশা নেই, ঠাণ্ডা লাগছে না, প্রান্তর সবুজ হয়ে আছে জোছনায়। সবুজ চাঁদের আলো পড়েছে প্রান্তরে। সবুজ জোছনার ফিনিক ফুটেছে। এ সে কোথায়? কী করে এল? নৈঋতা! নৈঋতা কোথায়? এই তো নৈঋতা! স্পর্শ করা যায় এরকম দূরত্বে। সবুজ জোছনায় সবুজ নৈঋতা। জোছনা পড়েছে তার চোখের মণিতে। চোখের মণির রং সবুজ দেখাচ্ছে। তাকিয়ে সম্মোহিত হয়ে গেল সাবিত! সম্মোহিত মানুষের মতো বলল, ‘তুমি কে?... তুমি কে?’
‘এখনও তোর বিশ্বাস হলো না?’ নৈঋতা হাসল, ‘আমি নৈঋতা।’
‘না, তুমি নৈঋতা না।
‘কেন আমাকে দেখে কি তোর নৈঋতা বলে মনে হচ্ছে না?’
সাবিত বলল, ‘আমি কোথায়?’
‘কোথায় আবার? এই যে এখানে।’
‘এখানে কোথায়?’
‘তুই আমাকে বিয়ে করবি?’
‘এটা কোথায়?’
‘আচ্ছা ছেলে তো! অ্যাই গাধা, তুই আমাকে বিয়ে করবি?’
‘না তুমি নৈঋতা না।’
‘আমি নৈঋতা। শোন এখন, আমাকে নিয়ে তোর এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তুই এখন ঘরে গিয়ে ঘুমা। আমি তোকে একটা লালাবাই শোনাব।’
‘তুমি কে?’
‘কী মুশকিল। বললাম তো বাবা আমি নৈঋতা। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?’

‘বিশ্বাস হবে কেন?’

‘কেন হবে না?’
‘নৈঋতা পরী?’
‘কেন তোর পরী মনে হয় না?’ নৈঋতা হাসল, ‘তোর মনে না হলে না।’
ধোঁয়াশাময় কথাবার্তা!
সাবিত বলল, ‘কিছুই বুঝলাম না।’
‘বুঝে কাজ নেই। দেয়ার আর মোর থিংস বিটুইন... এখন আমার কথা মন দিয়ে শোন। আমার মা আত্মহত্যা করেছিল লজ্জায়। ঘটনা সত্যি। খবির উদ্দিন মাহমুদ আমার বাবা না। জোর করে উঠিয়ে এনে সে বিয়ে করেছিল আমার মাকে। অথচ মা আগেই গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে একজনকে। নিশ্চিত হয়ে গেছে আমার জন্মও। আমার সেই বাবা , একজন আর্টিস্ট। কুটিল খবির উদ্দিন মাহমুদ এই ঘটনা ধরতে পেরেছিল। আত্মহত্যা করতে আমার মাকে বাধ্য করেছিল সে। তার আগে খুন করেছিল আমার বাবাকে। এই নিউজও ছাপা হয়েছিল পত্রিকায় – রোড এক্সিডেন্টে তরুণ চিত্রকরের মৃত্যু। আমি ‘নিউজ’ দেখেছি পত্রিকায়।’
বিশ্বাসযোগ্য গল্প। কিন্তু এই পরী নৈঋতা কে? কবি মীর সাবিতের অবচেতন জগতের ডানাঅলা নৈঋতা?
মুশকিল!
ডানাঅলা নৈঋতা বলল, ‘কঠিন শাস্তি পাবে খবির উদ্দিন মাহমুদ। তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে তার কুকুররা। তুই দেখবি!... আমি এখন যাই।’
কোথায় যাবে সে?
‘যাই কেমন?’ বলে, সাবিত দেখল... নৈঋতা উড়ল। অবচেতন জগতের নৈঋতা? না হলে কী? পরী? সাবিত তার ডানা দুটো দেখল। কী স্নিগ্ধ আর কী সবুজ!
উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে জোছনা হয়ে গেল পরী নৈঋতা। সাবিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দেখল। না ছাদে?
ছাদে।
অবচেতন জগতের নৈঋতার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ প্রান্তর আর জোছনাও উধাও। সাবিত দেখল একাবোকা সে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশার মধ্যে। আর শীত! আর শীত!
আর ছাদে থাকার মানে হয় না।
উড়ে গেছে যখন পরী নৈঋতা...

১০.
আট মাস পরের ঘটনা।
ঘরে বসে দুপুরের রোদ দেখছে সাবিত।
জানালা দিয়ে রোদ ঘরে পড়েছে।

ফ্লোর আর বেতের বুক র‍্যাকে খানিকটা।
রোদের সঙ্গে জানালার গ্রিলের নকশাকাটা ছায়াও পড়েছে। ইল্যুশন হয় এ কারণে। মনে হয় ফুল ফুটে আছে রোদের। আশ্চর্য দৃশ্য! এমন দৃশ্য একটু আনমনা করতেই পারে যে কোনও মানুষকে। আনমনা হলো সাবিতও।
বিগত আট মাসে উলেখ করার মতো বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে। শারিয়ার অ্যাবরশন হয়েছে। সাবিত একটা মোবাইল ফোন নিয়েছে। অপমৃত্য হয়েছে পলিটিশিয়ান খবির উদ্দিন মাহমুদের। ডানাঅলা নৈঋতার সঙ্গে আরেকদিন কথা হয়েছে সাবিতের। সাবিত গাঁজা ছেড়ে দিয়েছে।
এবং আরেকটা ঘটনা হলো, এলুয়ার আর ফ্রাঁসোয়াজ এখন আর সাবিতের ঘরের বাসিন্দা নয়। কোথায় চলে গেছে তারা একদিন। এখন থাকে এজরা এবং এলিয়ট। এজরা চড়ুইনী, এলিয়ট চড়ুই। তাদের সংসার ভেন্টিলেটরে। দুই তিন চার মাস ধরে আছে। তাদের ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে সাবিতের সঙ্গে।
শৈত্যপ্রবাহের দিনগুলো এখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।
কী দিন গেছে একেকটা!
সাপ্তাহিক ৩০০০-এ রিপোর্ট ছাপার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, অপঘাত ঘটল তার আগেই। কুকুরের খাঁচায় মৃত পাওয়া গেল পলিটিশিয়ান খবির উদ্দিন মাহমুদকে। পত্রিকায় নিউজ এবং ছবি ছাপা হয়েছিল, টেলিভিশনে দেখিয়েছিল। কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত খবির উদ্দিন মাহমুদের মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠেছিল দেশসুদ্ধ লোকজন।– এমন মৃত্যু যেন শত্রুরও না হয়! কিন্তু এত থাকতে খবির উদ্দিন মাহমুদ কুকুরের খাঁচায় ঢুকেছিল কেন? রহস্যের কিনারা হয়নি। কুকুরের দল খবির উদ্দিন মাহমুদের চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছিল... বীভৎস ঘটনা!
বাজে কিছু দিন গেছে নৈঋতার।
নৈঋতা এখন তার নানীর সঙ্গে থাকে। উত্তরা, সেক্টর ৪-এ।
নিয়মিত দেখা হয় সাবিতদের সঙ্গে। এছাড়া সাবিত এখন মোবাইল ফোনেও কথা বলতে পারে যখন মনে হয়। বইমেলায় সাবিতের একটা কবিতার বই মুদ্রিত হয়েছে– 'বাস্তবতার চরিত্র ভালো না।' আটশ' কপি বিক্রি হয়েছে মেলায়। প্রকাশক সাহেব এক এডিশনের রয়্যালিটি দিয়ে দিয়েছেন। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। তেত্রিশশ' টাকা খরচ করে সাবিত একটা সিম এবং ফোনসেট নিয়েছে। নিয়মিত মিস কল দেয় এবং এসএমএস করে নৈঋতাকে। বাস্তবের নৈঋতাকে।
আর তার অবচেতন জগতের নৈঋতা? পরী নৈঋতা? শৈত্যপ্রবাহের পর একবার মাত্র সে কথা বলেছে সাবিতের সঙ্গে। খবির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পরদিন। সাবিত এখন জানে নৈঋতার বাবা, প্রকৃত বাবা এখন ইতালিতে থাকেন। বিখ্যাত পেইন্টার। রোড এক্সিডেন্টে তার মৃত্যু হয়নি। খবির উদ্দিন মাহমুদ ওই ভুল রিপোর্ট ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিল। নৈঋতার মাকে কনফিউজড এবং ব্যাকমেইল করার জন্য।– নৈঋতার একদিন দেখা হবে

www.MurchOna.com

তার বিখ্যাত পেইন্টার বাবার সঙ্গে। দেখা হবেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।
রিজু আর দ্যুতির এরমধ্যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পারিবারিক পর্যায়ে তাদের মুরুব্বি সকলের সম্মতিক্রমে। বিয়ের কার্ডে কী লেখা যায়, রিজু এখন সেই গবেষণায় লিপ্ত।
হিরন্ময় বিয়ে করবে না।
মহসিন বিয়ে করবে না।
ধনুর্ভঙ্গ পণ।
–দেখা যাক।
ফোন বাজল।
সাবিত আর আনমনা থাকতে পারল না। ফোন ধরল।
হিরন্ময়।
হিরন্ময় বলল, 'তুই কোথায়?'
'গুহাভ্যন্তরে।' সাবিত বলল, 'তুই কোথায়?'
'ছেউড়িয়া যাচ্ছি।'
'ছেউড়িয়া? কী করতে?'
'লালনের আখড়ায়। থাকব কয়েকদিন। আর যদি সাধন সঙ্গিনী পাই' হিরন্ময় হাসল, 'বাউল হয়ে যাব।'
সাবিত বলল, 'যা।'
হিরন্ময় ১১ মিনিট ১৮ সেকেন্ড কথা বলল।
বাউল হয়ে যাবে! হিরন্ময় বাউল! সঙ্গে তার সাধন-সঙ্গিনী থাকবে। সাবিত হাসল এবং আবার রোদের ফুল দেখতে মনোযোগী হলো।
কিন্তু–
রোদ কি আগের থেকে নিষ্প্রভ?
নিষ্প্রভ।
গ্রিলের ছায়াও আর কাটা কাটা না।
আর ফুলও মনে হচ্ছে না। রোদ আর ছায়া মিলিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা পেইন্টিংয়ের মতো দেখাচ্ছে।– সাবিত আকাশ দেখতে তাকাল।
জানালার ওপারে আকাশ।
আকাশের রং ময়ূরকণ্ঠী নীল।
এই সময় নৈঋতা কোথায়?
সাবিত একটা এসএমএস করল–
তুই আমার এককোটি রোদ
তুই আমার দুই কোটি মেঘ
তুই আমার তিন কোটি জল
তুই আমার চার কোটি গাছের পাতা

উড়ে যা দেখি!
ম্যাসেজ 'সেন্ট' এবং 'ডেলিভার'ড হলো।
সাবিত এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে এক মিনিট অপেক্ষা করল, দুই মিনিট অপেক্ষা করল।
তিনি মিনিট অপেক্ষা করল।
তিনি মিনিট অপেক্ষা করল।
নৈঋতা ফোন করল না।
সে এখন কোথায়?
দরজায় কেউ টোকা দিল না?
হ্যাঁ।
মৃদু করাঘাত।
কে আবার এলেন এখন?
দরজা খুলে সাবিত দেখল নৈঋতা।
নৈঋতা ঘরে ঢুকল না এবং কোনোরকম ভূমিকা করল না। স্ট্রেইট কথা বলল। বলল, 'তুই আমাকে বিয়ে করবি?'
সাবিত বলল, 'অবশ্যই'।
'তুই কি ডিটারমাইন্ড?'
সাবিত আবার বলল, 'অবশ্যই।'
'কখন বিয়ে করবি?'
'তুই সম্মত হলে এখনই।'
'আমি সম্মত। চল বিয়ে করে ফেলি।'
ইয়ার্কি আর কী!
তাও সাবিত নামল নৈঋতার সঙ্গে। নিচে নেমে দেখল, নৈঋতার গাড়িতে বসে আছে রিজু, দ্যুতিরা। রিজু, দ্যুতি, হিরন্ময়, মহসিন। হিরন্ময় বাউল হতে যায়নি।
কোথায় যাওয়ার প্যান নৈঋতার?

তারা বিয়ে করল বিখ্যাত মগবাজার কাজী অফিসে।
সার্বিক তত্ত্বাবধান করল হিরন্ময়। উকিল বাপের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করল।
সাক্ষী হলো রিজু এবং মহসিন।
বিয়ে!
কবুল বলে, সই সাবুদ করে বিয়ে!
নৈঋতার সঙ্গে! বাস্তবতা!
সত্যি তো? না কী?

তারপর বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত বারোটা বাজলেও সাবিত ঘোরমুক্ত হতে পারল না। গাঁদা ফুল দিয়ে তার ক্যাম্প খাট সাজিয়ে রেখে গেছে দ্যুতি। মনে হচ্ছে ফুলের পালঙ্ক। একটু আগে মাত্র গেছে দ্যুতিরা। এখন ঘরে শুধু তারা দু'জন।
সাবিত অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে দেখল কী কথা সে এখন বলবে?–
কোনও ডিসিশন নিতে পারল না।
নৈঋতা বলল, 'অ্যাই!'
'ছাদে যাবি!' সাবিত বলল।
নৈঋতা বলল, 'যাব। কিন্তু একটা কথা। এখন থেকে তুই আর আমার সঙ্গে তুইতোকারি করে কথা বলবি না। ঠিক আছে?'
'ঠিক আছে।'
তারা ছাদে উঠে দেখল জোছনা।
পূর্ণিমা না পঞ্চমীর জোছনা।
আর মেঘের দল আকাশে উড়ছে।
'তুই আমার দুই কোটি মেঘ।'
সাবিতের সঙ্গে এখন নৈঋতা। কি রকম একটা মনে হলো সাবিতের। যেন এইসব কিছু বাস্তবে ঘটছে না। সুখস্বপ্ন দেখে না লোকজন, সেরকম কিছু যেনবা।
ম্লান জোছনা ছাদে পড়েছে।
নৈঋতার মুখে পড়েছে।
এই সেই নৈঋতা।
আশ্চর্য লাগছে সাবিতের। কী করে সম্ভব?
'তুই আমার চার কোটি গাছের পাতা।'
'পৃথিবীর অপরূপ রাজকন্যাদের একজন' এখন মনে হচ্ছে নৈঋতাকে। রাজকন্যা? না পরী? পরী!
সাবিতের মনে হলো এই ছাদে না, তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে সেই নিঃসীম সবুজ প্রান্তরে। প্রান্তরে জোছনা ফুটেছে। সবুজ রঙের জোছনা। সবুজ রঙের জোছনায় সবুজ নৈঋতা। সে পরী, ডানা আছে তার?
আছে।
সাবিত নৈঋতার ডানাও দেখল। ডানা দুটোও সবুজ হয়ে আছে জোছনায়। – নৈঋতাকে তুই বলা যাবে না। সাবিত বলল, 'আপনি কী পরী?'
নৈঋতা হাসল। পরীই তো সে!
পরী!
পরী!
পরী!
পরী!

তবে নৈঋতা এখন উড়লে নিশ্চয়ই সাবিতকে না নিয়ে উড়বে না!
কী মনে হয়?
ও কবি মীর সাবিত, কী মনে হয়?